CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 6 May, 2021 ■ আগরতলা, ৬ মে, ২০২১ ইং ■ ২২ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ২৪০, মৃত ৩ জন

আগরতলা, ৫ মে (হি. স.) : ত্রিপুরায় করোনার সংক্রমণ লাগাতর দুই শতকের গন্ডি পার করে চলেছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ২৪০ জন করোনা আক্রান্তদের সন্ধান মিলেছে। অবশ্য, আবারো নমুনা পরীক্ষার সংখ্যায় বৃদ্ধির কারণেই অধিক মাত্রায় করোনা আক্রান্তের খোজ পাওয়া গিয়েছে। তবে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, করোনা আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে, ৭৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। আরও চিন্তার বিষয় হল, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ১৬৮ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ১৮২৭ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ৭৬৬ এবং রেপিড এন্টিজেনের মাধ্যমে ৩৭২০ জন মোট ৪৪৮৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ৫৪ জন এবং রেপিড এন্টিজেন-এ ১৮৬ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ২৪০ জন নতুন করোনা সংক্রমিত-র খোজ পাওয়া গেছে।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৭৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১৮২৭ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩৬২৩৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৩৯৪৬ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৪.৯৮ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার ৯৩.৮৪ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.১১ শতাংশ। এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৪০০ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে থাকছে। গত ২৪ ঘন্টায় সংক্রমণ আবারও দেড় শতক পার করে ফেলেছে। নতুন করে পশ্চিম জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় ১৬৮ জন, দক্ষিন জেলায় ৮ জন, গোমতি জেলায় ৬ জন, ধলাই জেলায় ৭ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৭ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩১ জন, উনকোটি জেলায় ৫ জন এবং খোয়াই জেলায় ৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে, দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনা-র সংক্রমণ অতি দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

করোনা মোকাবিলায় পরিকাঠামোর ঘাটতি নেই প্রয়োজন শুধু জনগণের সহযোগিতা ঃ স্বাস্থ্য দফতর

আগরতলা, ৫ মে (হি. স.)।। করোনা মোকাবিলায় সম্প্রতি চুক্তির ভিত্তিতে ১০০ জন চিকিতক এবং ১০০ জন নার্স নিয়োগ করা হবে। তবে, সম্পুর্ন পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১২০ জন চিকিতকের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অবশ্য, করোনা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ঘাটতি নেই। আজ বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা: সুভাশীষ দেববর্মা এই তথ্য দিয়ে দাবি করেন, করোনা মোকাবিলায় পরিকাঠামোর ঘাটতি নেই, চাই শুধু জনগণের সহায়তা এবং সচেতনতা। এদিন কোভিড-১৯ স্টেট নোডাল অফিসার দাবি করেন, এখনই জনগণের সচেতন না হলে আগামী দিনে করোনা আরও ভয়াবহ আকার নেবে। কারণ, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে এখন পর্যন্ত ২১ জন স্বাস্থ্য কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে এবং রোগ প্রতিরোধ দফতরের অধিকর্তা ডা: রাধা দেববর্মা বলেন, শয্যার বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে। তবুও সংক্রমণ এড়াতে করোনা বিধি সবচেয়ে জরুরী জন সচেতনতা। এক্ষেত্রে মাস্ক পরিধান এবং

বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখ্যে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারীকরা। ছবি নিজস্ব।

বর্তমানে ৮ জন এখনও সক্রিয় রয়েছেন। ওই ৮ জনের মধ্যে চারজন চিকিতকও আছেন।

এদিন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ করোনা সংক্রমণের হার প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। তবে, করোনা আক্রান্তদের চিকিতায় প্রত্যেক জেলা হাসপাতালে দুই শতাধিক কঠোরভাবে পালন করতেই হবে, ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানান তিনি। স্বাস্থ্য অধিকর্তা বলেন, করোনা মোকাবিলায় এখন সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা অতি আবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে। এদিকে, করোনা আক্রান্তদের চিকিতার ক্ষেত্রে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রী পদেশপথ নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুষ্ঠানে গড়হাজির বিরোধীরা

কলকাতা, ৫ মে (হি.স.)।। রাজ্যে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিরোধীদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও দেখা গেল না প্রায় কাউকে। করোনা আবহে ৫০ জন অতিথি নিয়ে অনাড়ম্বর আয়োজন করা হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। মমতার শপথে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেও। কিন্তু তাঁকে রাজভবনে দেখা যায়নি।

বুধবারের শপথ অনুষ্ঠানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী, প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান, কংগ্রেসের সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, সিপিএম-এর বর্ষীয়ান নেতা বিমান বসু, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকাবের উদ্দেশ্যে একগুচ্ছ দাবী আমরা বাঙালীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারকে সময় উপযোগী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য দাবি জানিয়েছে আমরা বাঙালি দল।করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় গতবছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে যথাযথভাবে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে আমরা বাঙালি দল। আগরতলায় দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে বার দফা দাবি সনদ তুলে ধরেন আমরা বাঙালি দলের নেতৃবৃন্দ। সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল বলেন, গত বছর করোনা পরিস্থিতিতে মানুষ মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। লকডাউন ঘোষণার আগে রাজ্যের মানুষের সমস্যাগুলি দিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনিয়ায় বদলি ডা: শৈলেশ তদন্ত কমিটিতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারক নিয়োগের নির্দেশ উচ্চ আদালতের

আগরতলা, ৫ মে (হি. স.)।। বিয়ে বাড়িতে অভিযানের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটিতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুভাষ সিকদারকে নিযুক্তির আদেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে এই অতিরিক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন বলে মনে করেছে আদালত। পাশাপাশি, আদালতের আদেশ পালনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের পদ থেকে অব্যাহতি পাওয়া ডা: শৈলেশ কুমার যাদবকে বিলোনিয়া বদলি করা হয়েছে বলে ত্রিপুরা সরকার উচ্চ আদালতে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে। ওই জনস্বার্থ মামলায় সামগ্রিক শুনানিতে এডভোকেট জেনারেল উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, করোনা মহামারীর সাথে রাজ্য লড়াই করছে, এই পরিস্থিতিতে আইনের রক্ষকদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া অনুচিত হবে।

নৈশকালীন কারফিউ চলাকালীন নিয়ম উল্লংঘন করে বিয়ের আয়োজনে দুইটি ভাড়া করা বিয়ে বাড়িতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের অভিযানের ঘটনায় উচ্চ আদালতে দায়ের জনস্বার্থ মামলায় আজ ফের শুনানি হয়েছে। প্রধান বিচারপতি আকিল কুরেশী এবং এস জি চট্টোপাধ্যায়ের খন্ডপিঠ বাদী এবং বিবাদী পক্ষের সওয়াল শেষে নতুন করে কিছু নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিমধ্যে ওই ঘটনায় ত্রিপুরা সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। দুই সদস্য-এর ওই তদন্ত কমিটিতে রয়েছেন প্রশাসনের শীর্ষ আমলা কিরন গিত্তে এবং তনুশ্রী দেববর্মা। কিন্তু, তদন্ত কোনভাবে প্রভাবিত হতে পারে মামলাকারীর আইনজীবীর এই ধারণা থেকে উচ্চ আদালত অবসরপ্রাপ্ত বিচারক সুভাষ সিকদারকে ওই কমিটির সদস্য হিসেবে নিযুক্তির নির্দেশ দিয়েছে। তাতে, সাক্ষীরা নির্ভয়ে এবং নির্দধায় সাক্ষ্য দেবেন বলে মনে করছেন আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মা।

গত শুনানিতে আদালত অভিযুক্ত ডা: শৈলেশ কুমার যাদবকে আগরতলার বাইরে বদলি কেন করা হবে না তা হলফনামা দিয়ে জানাতে ত্রিপুরা সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল। তাতে, তদন্তে প্রভাবিত করার কোন সুযোগ থাকবে না বলে মনে করে আদালত। সে মোতাবেক ত্রিপুরা সরকারের সাধারণ প্রশাসন উচ্চ আদালতে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে, ডা: শৈলেশ কুমার যাদবকে বিলোনিয়া বদলি করা হয়েছে।

এদিন আদালতে এডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শঙ্কর দে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, রাজ্য বর্তমান সময়ে করোনা মহামারীর সাথে লড়াই করছে। এই পরিস্থিতিতে করোনা মোকাবিলায় আইন-কানুন রক্ষায় নিয়োজিতদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া একদম উচিত হবে না, উচ্চ আদালত এদিনের আদেশনামায় বিষয়টি উল্লেখ করেছে।

পূর্ব থানার নাকের ডগায় এক বাড়িতে দশবার চুরি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। রাজধানী আগরতলা শহরের পূর্ব থানার নাকের ডগায় তথা প্রায় দুইশ মিটার দূরত্বে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের গলিতে নির্মীয়মান একটি বহুতল বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছে। প্রায় সাত লক্ষ টাকার জিনিসপত্র নষ্ট করেছে ও নিয়ে গিয়েছে। বাড়ির মালিক শহরের প্রতিষ্ঠিত ওষুধ ব্যবসায়ী সুদীপ কুমার রায় জানিয়েছেন এই নিয়ে দশবার চুরি হয়েছে। প্রতিবারই পুলিশকে জানানো হয়েছে। কিন্তু, কোন বিহিত হচ্ছে না। মঙ্গলবার রাতে কারফিউ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে ৩.৮২-লক্ষাধিক সংক্রমণ, ২৪ ঘন্টায় কোভিডে মৃত্যু ৩,৭৮০ জনের

নয়াদিল্লি, ৫ মে (হি.স.)।। ভারতে ফের বাড়ল করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। আগের দিনের থেকে অনেকটা বেড়ে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৩১৫ জন। এই সময়ে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪৩৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩,৭৮০ জনের। ভারতে দ্রুততার সঙ্গে চলছে টিকাকরণও। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৬,০৪,৯৪,১৮৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪০,০৯৬ জন বাড়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৪.৮৭-লক্ষের (১৬.৮৭ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩,৮২,৩১৫ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,০৬,৬৫,১৪৮। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩,৭৮০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,২৬,১৮৮ জন (১.০৯ শতাংশ)। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ২২৯ জন।

দ্রুততার সঙ্গে সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে প্রতিদিনই, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৩৮ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার নন্দননগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন সেনাবাহিনীর সংরক্ষিত এলাকার জঙ্গল থেকে নিখোঁজ এক যুবকের কঙ্কালসার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।বুধবার রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন সেনাবাহিনীর সংরক্ষিত এলাকার জঙ্গল থেকে নিখোঁজ এক যুবকের কঙ্কালসার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত যুবকের নাম ঝুটন দাস। বাড়ি নন্দন নগরের হরেকৃষ্ণ পাড়ায়।

গত সতের এপ্রিল থেকে ওই যুবক নিখোঁজ ছিল। পারিবারিক জানা গেছে সতের এপ্রিল ওই যুবক আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। পরিবারের লোকজনরা থাকে কোন রকমে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। সেই রাতেই সে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবারের লোকজন আত্মীয়-স্বজনরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুজ করেও তার কোন হদিস নেই। এ ব্যাপারে জিবি আউট পোস্টে সংক্রান্ত অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাকে খুঁজে বের করা সম্ভব হয়নি। বুধবার সকালে দুই নাবালক সেনাবাহিনীর সংরক্ষিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গে ভোটের দায়িত্ব পালন করে আসা জওয়ানদের করোনা টেস্ট বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। সদ্যসমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে যে সব জওয়ান রাজ্যে ফিরে এসেছে তাদের কোভিড টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনে বুধবারকোভিড টেস্ট করানো হয়।যে সব যাত্রী বহিঃরাজ্য থেকে আসছে তাদেরকে কোভিড টেস্ট করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত রাজ্যের ১৯১ ও ৮০ নম্ব র ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফ জওয়ানরা রাজ্যের খোয়াই জেলায় আসতে শুরু করেছে।খোয়াই জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে জেলার তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনে প্রত্যেক জওয়ানকে কোভিড টেস্ট করা হচ্ছে। খোয়াই জেলার জেলাশাসক তথা কোভিড ১৯ খোয়াই জেলা নোডাল অফিসার তথা মেডিকেল অফিসার স্মিতা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেড়াতে গিয়ে বাংলাদেশে তিন বছর জেল খেটে ফিরল অরুণাচলের যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৫ মে।। পাসপোর্ট ছাড়া বাংলাদেশে ঘুরতে গিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাতে অরুণাচল প্রদেশের এক যুবক আটক হয়ে দীর্ঘ তিন বছর জেলে থাকার পর বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেল বুধবার। নাম ভারত লামা, ২৩ বছরের যুবক। বুধবার বিলোনিয়া ভারত বাংলা আন্তর্জাতিক শুল্ক বাণিজ্যকেন্দ্র দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী , যুবক ভারত লামাকে সীমান্ত সুরক্ষা জোয়ানের হাতে তুলে দেয়।

সীমান্ত সুরক্ষার জওয়ানরা সরকারের বিভিন্ন নিয়ম-নীতি মেনে ভারত লামাকে বিলোনিয়া থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এদিকে ভারত লামার মুক্তির খবর পেয়ে অরুণাচল প্রদেশ থেকে ছুটে আসে ভারত লামার ভাই রাজু লামা বিলোনিয়াতে। পুলিশ ও বিভিন্ন নিয়ম-নীতি মেনে ভারত লামাকে ভাই রাজু লামার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোমবাতি জ্বালিয়ে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিজেপির প্রতিবাদ ত্রিপুরায়

আগরতলা, ৫ মে (হি. স.) পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনোত্তর লাগামহীন সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সারা ত্রিপুরায় সমস্ত মন্ডলে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিজেপি কার্যকর্তারা। জি বি বাজারে আগরতলা মণ্ডলের বিক্ষোভ কর্মসূচিকে নেতৃত্ব দিয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, অমানবিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গোটা দেশ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি কার্যকর্তাদের পাশে রয়েছে। সন্ত্রাস বন্ধ না হলে ত্রিপুরায় বিক্ষোভ কর্মসূচি লাগাতর জারি থাকবে।

এদিন প্রতিমা ভৌমিক বলেন, ২ মে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলর জয়ের সাথে সাথে বিজেপি কার্যকর্তাদের উপর ক্রমাগত সন্ত্রাস চলছে। খুন, বাড়িঘরে ভাংচুরর ঘটনায় গণতন্ত্র কলঙ্কিত হয়েছে। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, স্বাধীনতার পর এই

প্রথম মা-বোনেরা ইজ্জত রক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে পালিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র অসমে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর মতে, নিজ দেশে নাগরিকদের প্রাণভয়ে অন্যত্র ছুটে যাওয়া বেনজির ঘটনা। তা কোনভাবেই গণতন্ত্রে কাম্য নয়।

তিনি তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে বলেন, আজ কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের সোনার বাংলা ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে। তাই, গোটা দেশ প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। তিনি শপথ করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিবাদ আন্দোলন থামবে না।

এদিকে, 'এ কোন সকাল, রাতের চেয়েও অন্ধকার' কবির ভাষায় পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনোত্তর বিভীষিকাময় পরিস্থিতি বুঝানোর চেষ্টা করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসের বলি বিজেপি কার্যকার্তাদের আত্মার শান্তি কামনায় পাঁচটি মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন তিনি।

ফেইসবুক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ভোট গণনার পর থেকে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস যে পৈশাচিক সন্ত্রাস শুরু করেছে, তা অবর্ণনীয়। ইতিমধ্যেই অনেক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২০১ ◘ ৬ মে
২০২১ ইং ◘ ২২ বৈশাখ ◘ বৃহস্পতিবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বাক চতুরতা

করোনা সংক্রমনের দ্বিতীয় ঢেউ দেশবাসীর কাছে সবচেয়ে বড় আতঙ্কের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। দেশের সরকার গর্ভ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিল দেশবাসীর জন্য করোনার ভ্যাকসিন সহজেই পৌছাইয়া দিবে। কিন্তু করোনার সংক্রমণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেও দেশের সর্বত্র চাহিদা অনুযায়ী ভ্যাকসিনের সরবরাহ করা সম্ভব হইতেছে না। তাতে দেশবাসী চরম নিরাপত্তাহীনতায় পড়িয়াছেন। এই সংকট হইতে উত্তরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সময় উপযোগী যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।গত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনা সংক্রমিত হইয়াছেন ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৪৭ জন এবং মারা গিয়াছেন ৩ হাজার ৪১৭ জন। সংক্রমণের হার সামান্য কমিয়াছে বলেও সরকারি তথ্যের দাবি। কিন্তু এখানে একাধিক প্রশ্ন রহিয়া গিয়াছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক নাগরিকের পরীক্ষা করা হইতেছে কি? প্রচলিত টেস্টের রেজাল্ট কতটা নির্ভরযোগ্য? নিউ ভ্যারিয়েন্টের উপস্থিতির পুরোটা কি উদ্ঘাটন করা যাইতেছে? সংক্রমণের এই নিম্নগতির স্থিরতা কতটুকু? ছবিটা অচিরেই যে উল্টাইয়ি যাইবে না, তাহার গ্যারান্টি কোথায়?

করোনার প্রথম ঢেউয়ের কথাই ধরা যাক। কিছুদিন আগে আমরাই তো আত্মপ্রচার করিয়াছি, প্রথম ঢেউ জব্দ করিয়া ফেলিয়াছি! কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক থেকেও ২৯ জানুয়ারি, ২০২১ দাবি করা হইল, অন্যান্য দেশ যখন কোভিডের নতুন স্ট্রেইন নিয়া হিমশিম খাইতেছে, এমনকী তাহারা নতুনভাবে লকডাউনের পথে যাইতেছে, তখন ভারতের পরিস্থিতি অনেকটাই ভালোর দিকে। গত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ভারতে সংক্রমণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিতে থাকে। দেশের কিছু অঞ্চলে মানুষের মধ্যে সংক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও বাড়িয়াছে ইত্যাদি। দাভোসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল ইকনমিক ফোরামের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়া প্রধানমন্ত্রী তাঁহার বক্তব্য শুরু করেন 'মহামারী মোকাবিলায় ভারতের অভূতপূর্ব সাফল্যের' ফিরিস্তি দিয়া। নরেন্দ্র মোদি উল্লেখ করেন টিকাকরণে 'স্বনির্ভর' ভারতের রেকর্ড এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ভূমিকার কথা। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে আরও দাবি করা হয়, করোনায় মৃত্যুহার বিশ্বের মধ্যে নিম্নতম। তরুণ প্রজন্মের ক্ষতি ভারতেই সবচেয়ে কম হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শাসক দল এবং মোদি সরকারের কেউ কেউ এমনও দাবি করেন, সারা পৃথিবী আজ শিখে নিক করোনার মোকাবিলা কী করে করিতে হয়। গত ৮ অক্টোবর কানাডায় অনুষ্ঠিত 'অ্যানুয়াল ইনভেস্ট ইন্ডিয়া' ভার্চুয়াল কনফারেন্সে বক্তব্য রাখিতে গিয়া মোদি দাবি করিয়াছেন , 'ভারত সারা পৃথিবীর ঔষধালয়ের' ভূমিকা পালন করিয়াছে। আমরা মোটামুটি দেড়শোটি দেশকে ওষুধের জোগান দিয়াছি। গত ৭ মার্চ 'জন ঔষধি দিবস' উদযাপনের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে মোদি ফের পুনরাবৃত্তি করেন, ভারতই পৃথিবীর ঔষধালয়ের রূপ নিয়াছে। করোনা মহামারীর পরই সারা পৃথিবী ভারতকে গুরুত্ব দিতে শুরু করিয়াছে। করোনা পরিস্থিতিতেই ভারত সারা বিশ্বের আস্থা অর্জনে সক্ষম হইয়াছে।

একজন ভারতবাসী এসব শুনিতে এবং ভাবিতে ভালোবাসবেন, গর্ববোধ করিবেন নিশ্চয়। কিন্তু বাস্তবটা যে আদৌ তাহা নয়, সেটা জানেন ভুক্তভোগীরা। করোনার যন্ত্রণা প্রায় প্রতিটি নাগরিককে এমনভাবে বিধিয়াছে, সেই অর্থে ভুক্তভোগী আজ সকলেই। হয় তিনি নিজে করোনা সংক্রমণের শিকার হইয়াছেন,অথবা করোনায় এক বা একাধিক বার ভুগিয়াছেন তাঁহার পরিবারের সকলে। কিংবা, এক বা একাধিক বন্ধুকে, প্রিয়-পরিজনকে হারাইয়াছেন কেউ কেউ। একমাত্র অবলম্বনকে হারাইয়া চরম বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন হাজার মানুষ অথবা পরিবার। পরিবার এবং সমাজের আর্থিক কাঠামো ভাঙিয়া পরিবার ব্যাপারটা এর পাশে যেন অনেক ছোট মনে হয়। বৎসরাধিককাল সময় মিলিয়াছিল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো আন্তর্জাতিক মানের করিয়া তোলা যাইত। সকলকে ভ্যাকসিনও দেওয়া যাইত দ্রুত। তাহা হইলে পরিস্থিতি এতটা খারাপ হইত না। বিশেষজ্ঞরা সেরকমই বলিয়াছেন। ভারতই পৃথিবীর বৃহত্তম ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক দেশ। বহু দেশকে ভ্যাকসিন সাপ্লাইও করিয়াছে। কিন্তু ব্যাপকভাবে বঞ্চিত রহিয়া গিয়াছে দেশবাসী। বিশেষ করে গরিব ভারতবাসী। বাজেটে ৩৫ হাজার কোটি টাকার সংস্থান এবং পিএম কেয়ার্স নামক ফান্ড তৈরি হওয়ার পরেও ভারতবাসীর দুর্দশার অন্ত নাই। আসলে নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং এবং তাঁহার সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রক কাজ করিবার বদলে ভাষণেই বেশি ওস্তাদ। ভারতের বিপদ এটাই। সংকটময় মুহূর্তে রাজনীতির জন্য রাজনীতি না করিয়া দেশবাসীকে ভয়ঙ্কর করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

শপথ নিয়েই পুরনো পদে ফেরালেন বীরেন্দ্র-জাভেদকে সরানো হল পূর্ব মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলা শাসককে

কলকাতা, ৫ মে (হি.স.) : বুধবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সরিয়ে দেওয়া রাজ্য পুলিশের দুই শীর্ষকর্তাকে ফের নিজেদের পদে ফিরিয়ে আনলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার পরই গত ২৮ ফেব্রুয়ারি এডিজি আইনশৃঙ্খলা পদ থেকে জাভেদ শামিম ও গত ৯ মার্চ রাজ্য পুলিশের ডিজি পদ থেকে বীরেন্দ্রকে সরিয়ে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। বিভিন্ন ভোট প্রচারের সভায় বলেছিলেন, ক্ষমতায় এলেই আবার পুনর্বহাল করবেন পুরনো পুলিশ কর্তাদের। আর বিপুল আসন নিয়ে ক্ষমতায় এসে শপথ নেওয়ার দিনই সেই "কথা" রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন এডিজি আইনশৃঙ্খলা পদে ফিরিয়ে আনা হল জাভেদ শামিমকে এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি হলেন বীরেন্দ্র।

এক বিজ্ঞপ্তিতে গত ৯ মার্চ বীরেন্দ্রকে সরিয়ে কমিশন নির্দেশ দেয় বীরেন্দ্রকে এমন কোনও পদে রাখা যাবে না, যা নির্বাচনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয় নীরজনয়ন পান্ডেকে। এদিন নতুন নির্দেশে নীরজনয়নকে ফায়ার সার্ভিসের দায়িত্বে পাঠানো হয়েছে। বীরেন্দ্রর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল বিজেপির। তাদের অভিযোগ, শাসকদলের নির্দেশে পুলিশ বাহিনীকে বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক সাংবাদিক বৈঠকের সময় দেখা গিয়েছে তাঁকে। অপরদিকে, ভোটের দিন ঘোষণা হতেই এডিজি আইনশৃঙ্খলা পদ থেকে জাভেদ শামিমকে সরিয়ে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। তাঁর জায়গায় ওই পদে দায়িত্ব দেওয়া হয় দমকলের ডিজি জগমোহনকে। এদিন জাভেদ শামিমকেও এদিন পুরনো পদে ফিরিয়ে আনা হল। একই সঙ্গে এদিনেই সরানো হল পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক স্মিতা পান্ডেকে। স্মিতা পান্ডেকে নিয়োগ করা হল ওয়েবেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে। পূর্ব মেদিনীপুরের নতুন জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশনের সচিব পদে ছিলেন পূর্ণেন্দু মাজি। বদলি করা হয়েছে পুরুলিয়ার জেলাশাসক অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়কেও। তাঁকে পাঠানো হয়েছে কম্পালসরি ওয়েটিংয়ে। তাঁর জায়গায় নতুন জেলাশাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে রাহুল মজুমদারকে। ভোট ঘোষণার কয়েকদিন আগেই কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদে বদল ঘটানো হয়েছিল। অনুজ শর্মাকে সরিয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার করা হয়েছিল সৌমেন মিত্রকে। অনুজ শর্মাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এডিজি (সিআইডি) পদে। সিদ্ধিনাথ গুপ্তাকে এডিজি (সিআইডি) পদ থেকে বদলি করে পাঠানো হয়েছিল এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) পদে। সৌমেন মিত্রের পুরনো পদে স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন দেবাশিস রায়। রাজ্য পুলিশের ডিজি ও এডিজি আইনশৃঙ্খলা পদে রদবদলের পর মমতা বাকি পদগুলিতেও পরিবর্তন আনেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।

ভ্যাকসিনের দামের তফাত হবেই

নবকুমার বসু

বছরখানেক ধরে পৃথিবার যে কোনও আলোচনার সিংহভাগ জুড়ে ছিল করোনা ভাইরাস এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সম্প্রতি সেই আলোচনার কিঞ্চিৎ দিকবদল হয়েছে। করোনার চেয়েও বেশি করে এখন আলোচনার কেন্দ্রে এসে পড়ছে করোনার টিকা বা ভ্যাকসিন। নতুন বছরের গোড়া থেকেই তা শুরু হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু এবং তারপরও কোটি কোটি অসুস্থ এসবের পর বিপন্ন মানুষকে উদ্ধারের কোনও উপায় যদি হাতে এসে যায় অর্থাৎ আবিষ্কৃত হয় স্বাভাবিকভাবেই তা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠবে। আমরা এখন জেনে গিয়েছি পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশের গবেষণাগার থেকে উদ্ধারের উপায়।

আরও একটি কথা বলে রাখা ভাল। আকস্মিকভাবে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ফলে পৃথিবীর প্রায় সব দেশকেই বহু কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। আয় বন্ধ অথচ এই বিপুল পরিমাণ ব্যয়ের দরুন অধিকাংশ দেশই অর্থনৈতিকভাবে বিপন্ন হচ্ছে। কিন্তু আমাদেরমনে রাখতে হবে ভ্যাকনি এসে গেলে তার জন্যও একটা বিশাল খরচের ধাক্কা আসসবে সব দেশের উপর। আবার কোনও কোনও দেশ তার থেকে লাভবানও হতে পারে। ভ্যাকসিন শুধু তৈরি করা তো নয় তাই নিয়ে বা দিয়ে ব্যবসা ও বেচাকেনাও হবে, যেহেতু করোনা ভ্যাকসিনই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রোডাক্ট বা কমোডিটি । সেকথা থাক এখন। ভ্যাকনি বিষয়টি সম্বন্ধে আগে একটু জেনে নেওয়া যাক।

ভ্যাকনি শব্দটি আদতে ইংরেজিতে ব্যবহৃত বহু লাতিন শব্দের মধ্যে একটি। ওই ভাষার গরু অর্থাৎ ইংরেজির কাউ বিশেষ্যের বিশেষণ হিসাবে লাতিন ভাষার ভ্যাকসিন শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে কেননা লাতিনরা গরুকে বলে ভ্যাক্কা ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড জেনার প্রথম গরুর বসন্তের গুটি (যাকে বাংলায় মসুরিও বলা হত) থেকে জীবাণুর সংগ্রহ করে মানুষের শরীরে প্রয়োগ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁরাই উদ্ভাবিত এক বিচিত্র চিকিৎসাপদ্ধতির নিরীক্ষা। যাকে বলা যেতে পারে বিষে বিষক্ষয়। এই পদ্ধতিতে সামান্য বিষ অর্থাৎ রোগ-জীবাণু শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে শরীরেরই স্বাভাবিক প্রতিরোধক্ষমতা বা ইমিউন সিস্টেমকে উত্তেজিত করে দেওয়া বা উস্কে দেওয়া যায়। তার ফলে যেটা হয় মানুষের ইমিউন সিস্টেম সেই বিশেষ রোগ -জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য

আগে থেকেই তৈরি থাকে এবং তাকে পর্যুদস্ত করে দেয়।

এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য এডওয়ার্ড জেনার অবশ্য নোবেল পুরস্কার পাননি কেননা তখন ও নোবেল পুরস্কার চালু হয়নি। কিন্তু ভাইরাস থেকে এই প্রতিষেধক শুরু হলেও কালক্রমে ব্যাকটিরিয়া, প্যারাসাইট,ফাঙ্গাস, সব ধরনের বিধ্বংসী রোগ -জীবাণুর ক্ষেত্রেই এমন প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে। ক্যানসার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তেমন সম্ভাবনা আছে কি না তা নিয়ে গবেণা এখনও শেস কথা বলেনি। সাধাণভাবে এখন প্রতিষেধকেরই নাম হয়ে যায় 'ভ্যাকসিন'-আর একটি কথা। 'ভ্যাকসিন' শব্দটি এক সময় বিশেষণ বা লাতিন অ্যাডজেকটিভ হিাবে ব্যবহৃত হলেও (যেমন ক্যানাইন, ফিলাইন বোভাইন ইকুইন) এখন তা বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এর একটি বাংলা প্রতিশব্দও আছে যা এখন বিলুপ্তপ্রায়। শব্দটি হচ্ছে 'গোমসুর্যাধান' সন্ধি বিচ্ছেদ করলে, 'গো-মসুরি আধান।' 'আধান' শব্দের অর্থ আরোপন বা নিবেশন।

এবার করোনা প্রসঙ্গে কথা বলা যাক। আমরা জানি করোনা ভাইরাস আক্রমণের ব্যাপকতা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে কোথাও একটা অ-চিন রহ্য ক্রিয়াশসীল ছিল। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকায় তার সংকেতও অনুভূত হয়েছিল প্রবলভাবে। কেননা, 'প্রতিষেধক' বলে হাতে কিছু ছিল না তখন। সুতরাং চিকিৎসা করা হচ্ছিল যাকে বলে 'সাপোর্টিভ থেরাপি' দিয়ে। আর তখন থেকেই 'কোভিড ১৯' ভাইরাসের উপযুক্ত প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল বেশ কিছু দেশ। বলা বাহুল্য যে তার মধ্যে ইংল্যান্ড-জার্মানি বেলজিয়াম এবং এশিয়ার দিক থেকে দক্ষিণ কোরিয়া আর জাপান ছিল প্রধান। শেষ পর্যন্ত আমেরিকার 'ফাইজার' কোম্পানি বায়াটেক ল্যাবরেটারি এবং ইংলান্ডের অক্সফোর্ড ইউনিভাসিটির গবেষকরা অ্যাস্ট্রাজেনেকা কোম্পানির মাধ্যমে প্রথম এবং প্রায় একই সময়ে সফল প্রতিষেধক হিসাবে করোনা ভ্যাকসিন বের করে ফেলে।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, 'ফাইজার' কোম্পানির তরফে এই ভ্যাকসিন আবিষ্কারের কৃতিত্ব জার্মানিতে বসবাসকারী এক দম্পতির এবং তাঁরা তুরস্কের মানুষ, তথা চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও গবেষক। ভদ্রলোকের নাম উগার সাইন এবং মহিলার নাম ওজ্‌লেম টুরেসি। প্রবল খ্যাতিমান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে নিবেদিতপ্রাণ এই তুর্কি দম্পতি মার্কিন পৃষ্ঠাপোষকতায় জার্মানির এক প্রত্যন্ত শহরে থেকে নিভৃতে মানব সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করে চলেছে। বিগত দ বছর যাবৎ ক্যানারের ভ্যাকনি আবিষ্কারের জন্যও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রলোকের বয়স যথাক্রমে ৫২ এবং ৫৫। গত বছরের নভেম্বর মাসেই ফাইজার এবং অক্সফোর্ড দু' জায়গার ভ্যাসসিনকেই মানুষের উপর ব্যবহারের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা ছাড়পত্র দেয়। তার আগে অবশ্যই ট্রায়াল করা হয় কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবীর উপর। সর্বপ্রথম করোনাভ্যাকসিন চিকিৎসা হিসাবে ব্যবহৃত হয় ইংল্যান্ডে ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখ। যাঁকে দেওয়া হয় তার নাম মার্গারেট কিনান, বয়স ৯১। আমেরিকাতেই শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তখনও প্রেসিসডেন্টের ক্ষমতায় থাকা ডোনাল্ড ভ্যাকসিন ব্যবহারে। যা-ই হোক 'ফাইজার' এবং অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার প্যাপাশি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আরও যেসবহ কোম্পানি নিজেদের পেটেন্ট অনুযায়ী ভ্যাকসিন বের করেছে তারা হল 'মডার্না', 'জনন অ্যান্ড জনসন' এবং 'নোভাম্যাক্স'। এগুলো সবই মার্কিন ওষুধ তথা ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী সংস্থা হলেও আসলে এরা বহুজাতিক বা মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর অনেক দেশেই এদের অফিস এবং ফ্যাক্টরি আছে। সম্প্রতিক খবর হচ্ছে পৃথিবার দুই-তৃতীয়াশ দেশ (১৭০টি কেন্দ্র তার মধ্যে) এই মূহূর্তে উপরোক্ত কোনও না কোন একটি বহুজাতিক সংস্থার পেটেন্ট অনুযায়ী করোনাভ্যাকসিটন তৈরি করছে। গড়পড়তা দাম পড়ছে পঁয়ত্রি থেকে এমনকী তিন ডলার পর্যন্ত (মডার্না পঁয়ত্রিশ অক্সফোর্ড তিন)। কিন্তু দামের এই বিপুল পার্থক্য তৈরি হয়েছে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে। যেমন আমেরিকায় যে ক্যাপসুলের দাম ১,৫০০ টাকা আমাদের দেশে তা ১৫০ টাকায় পাওয়া যায় (কোয়ালিটির কথা তুলছি না) পৃথিবীব্যাপী করোনাভ্যাকসিন এখন যে সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক সামগ্রী এবং তা সসরকারি বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই তার আভা দিতেই দামের উল্লেখ করেছি। আমাদের দেশের সেরাম ইনস্টিটিউট (পুণে) অক্সেফোর্ডের পেটেন্ট অনুযায়ী যে ' কোভ্যাকসিন' তৈরি বা উৎপাদন করছে বিপুল পরিমাণে তাহিদা আছে বিশ্বের নানা দেশে। স্বদেশে তো বটেই। কোটি কোটি দেশবাসীর ক্ষেত্রে তা কতটা কার্যকর হবে কিংবা হবে না প্রয়োজনই বা কতখানি তা সময় বলবে। তবে দামের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই স্বদেশ বিদেশে তফাত হবে। **(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)**

সত্যজিৎ-চর্চা কেন আজ এত প্রাসঙ্গিক

সয়েদ হাসমত জালাল

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ফল গণনা নিয়ে মানুষের আগ্রাহ এবং মানসিক উত্তেজনা থাকা খুবই স্বাভাবিক। এবার এই আগ্রহ শুধু বাংলার মানুষেরই নয়, সারা ভারত তাকিয়েছিল এখানকার নির্বাচনী ফলাফলের দিকে। আর এই আগ্রহ বা উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে চলে গেল সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতর্ব পূর্তি দিনটি। সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে সাহিত্য-সিনেমাপ্রেমী মানুরে যে গভীর শ্রদ্ধাবোধ, যে বিপুল উৎসাহ তাতে এই দিনটি এবার প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হতে পারত। তবে এখনকার এই ভয়াবহ করোনার আবহে সত্যজিৎ রায়ের এই জন্মদিনটি উদ্‌যাপনের পক্ষেও অনুকূল নয়। তবু নির্বাচনের ফল ঘোণষা ৩ মে বা অন্য কোনোদিন হলে অন্তত বিভিন্ন গণমাধ্যমে বা আন্তর্জালিক অনুষ্ঠানে ২ মে দিনটিকে এবার অন্যভাবেও স্মরণ করেত পারত সত্যজিৎ-অনুরাগী মানুষেরা। কিন্তু তা হল না। আফশোস থেকে গেল। তবে আশা করা যায় সারা বছর ধরে সত্যজিৎ-চর্চা চলবে । সত্যজিৎ-চর্চা চালিয়ে যাওয়ার অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

সত্যজিৎ রায় তার চলচ্চিত্র প্রথম থেকেই ভারতীয় বাস্তবতাকে তুলে ধরলেও তাঁর মস্ত সৃজনকর্মের মধ্যে কাজ করেছে মানবতা ও বিশ্ববীক্ষা। তাঁর 'পথের পাঁচালি' কান চলচ্চিত্র উৎসবে শুধু পুরস্কৃতই হয়নি এই ছবিটি সম্পর্কে বলা হয়েছিল 'একটি শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল'। পরবর্তী সময়ে বিশ্বনন্দিত চিত্রপরিচালক আকিরা কুরোসাওয়া বলেছিলেন, সত্যজিতের ছবি না দেখা আর পৃথিবীতে বা করে চন্দ্র-সূর্য না দেখা একই কথা। ভারতীয় বরণ্যে চিত্রপরিচালক শ্যাম বেনেগাল বলেছিলেন, 'সসত্যজিৎ রায়ই একমাত্র ভারতীয় চলচ্চিত্রকার যিনি ছবি করেছেন ভারতীয় পদ্ধতিতে। তাঁর হাত ধরেই ভারতীয় চলচ্চিত্র বাস্তবতা এসেছে। আর এক প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের মতে, পথের পাঁচালির ইন্দির ঠাকরুণ গ্রামবাংলার আত্মার প্রতিমা।

সুতরাং লক্ষ্যণীয় হচ্ছে, বাঙালি সসত্যজিৎ রায় একই সঙ্গে বাংলা ভারতও বিশ্বের মানবতা বোধের সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছিলেন। যেমন পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯ বছর বয়সে ১৯৪০ সালে সত্যজিৎ শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ভর্তি হন। সেখানে তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন নন্দলাল বসু ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীদের। পরে বিনোদবিহারীকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্রও নির্মাণ করেছিলেন শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবাস্থায় সেখানকার গ্রন্থাগারে বিশ্বের সেরা বেশ কয়েকজন চলচ্চিত্র সমালোচক ত্যত্ত্বিক ও

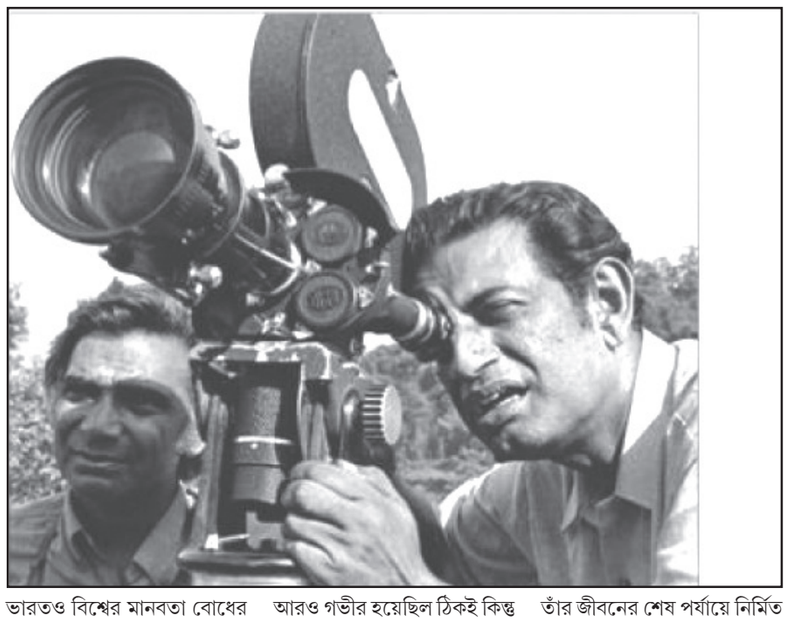

পরিচালকের লেখা বই পড়ার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ছাত্র সত্যজিৎ তাঁর শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে অজন্তা-ইলোরা সহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছবি আঁকতে গিয়েছেন। তাতে তাঁর ভারতীয় শিল্পের প্রতি অনুরাগ আরও গভীর হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন অসামান্য সব সৃষ্টি ইতিমধ্যেই ভারতের শিল্প -সাহিত্যে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্রে ক্ষেত্রে তেমন কাজ হয়নি। এখন কাজ করার অনেক সুযোগ রয়ে গিয়েছে। তাই তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। এক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে পড়া চলচ্চিত্র বিষয়ক বইগুলি নিশ্চয়ই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। পরে ১৯৪৭ সসালে কলকাতায় তিনি চিদানন্দ দশপ্ত সসহ অন্যান্যদের সঙ্গে কলকাতা ফিল্ম সোসসাইটি গড়ে তোলেন এবং সেখানে বিশ্বের ভালো ছবি দেখার সুযোগ তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে নির্মিত চারটি ছবির কথা একটু ভেবে দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরে' নিয়ে তিনি চলচ্চিত্র তৈরির কথা ভেবেছিলেন এবং তার নিত্রনাট্যও লিখে ফেলেছিলেন। ছবিটা তৈরি করার সময়ই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন তখন ক্যামেরার কাজে এগিয়ে আসেন তাঁর পুত্র সন্দীপ রায় ১৯৮৪ সালে ছবিটি মুক্তি পায়। তখন ছবিটি দেখেছিলাম কিন্তু সম্প্রতি ছবিটি আবার দেখতে দেখতে বারবার উঠেছি। নতুন করে যেন আবিষ্কার করেছিল এই তাৎপর্য সন্দীপ চরিত্রটি এক উগ্র জাতীয়বাদী যুবক, যে বিদেশি দ্রব্য বর্জন করার জন্য প্রচার চালায় অথচ নিজে বিদেশি সিগারেট বর্জন করে না। আরামপ্রিয় বোগী বন্ধুপত্নীর প্রতি আসসক্ত এই সন্দীপ স্বদেশিয়ানার নামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত তা দাঙ্গার রূপ নেয়। কিন্তু তার বন্ধ জমিদার নিখিলে অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী এবং সে দরিদ্র কৃষকদের বাঁচাতে গিয়ে ওই দাঙ্গায় আক্রান্ত ও মারাত্মকভাবে আহত হয় আজকের ভারতের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ছবিটি ভিন্নতর মাত্রা পেয়ে যায় দেশেপ্রেমের নামে অন্ধ জাতীয়তাবাদ আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক তীব্র শৈল্পিক প্রতিবাদ এক ছবি।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে এরপর থেকে আর বাইরে শ্যুটিং করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে এই অবস্থায় ১৯৮৯ সালে ইনডোরে কাজ করেই তৈরি করলেন। 'গণশত্রু' সত্যজিৎ এখানে দেখিয়েছেন রাজনীতির সঙ্গে ধর্মব্যবা যুক্ত হলে তা কতখানি ভয়ঙ্কর শক্তি হয়ে উঠতে পারে। মন্দিরের পাইপ ফেটে গিয়ে দুষিত জল মেশার ফলে মন্দিরের চরণামৃত দূষিত হয়ে গেছে এবং সেই দূষিত চরণামৃত খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে মানু। জলের পাইপ সারিয়ে নিলেই সমস্যা মিটে যায় ,কিন্তু মন্দিরের ধর্মব্যবায়ীরা তা করে না আসলে পাইপ ফাটার কথা মেনে নিলে তাদের জারিজুরি আর খাটবে না। এরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন এক ডাক্তারবাবু।

সত্যজিতের অন্যান্য ছবিতেও এই ধরনের ধর্মীয় ভণ্ডামি বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা গেছে। আজ আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রীসহ বহু মন্ত্রী ও নেতার কণ্ঠে অদ্ভূত ও অকল্পনীয় সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শোনা যায়। যেমন গণেশের শরীরে হাতির মাথা বসানো হয়েছিল খুব উন্নত মানের প্লাস্টিক সার্জারির ফলে বা মহাভারতের যুগে ইন্টারনেট ছিল কিংবা গোমুত্র পানে ক্যান্সার ও কোভিডের মতো রোগ সেরে যায়। এসব শুনলে 'গণশত্রু'র কথা মনে পড়ে যায়।

১৯৯৯ সালে নির্মিত তাঁর 'শাখাপ্রাশাখা' ছবিটিও এখন খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয়। পারিবারিক ও সসামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তিনি তুলে ধরেছেন অপূর্ব নৈপুণ্যে। আজীবন সততার সঙ্গে কাটিয়ে আা এক বৃদ্ধ জানতে পারেন তাঁর তিনি পুত্রের দুর্নীতির কথা। কিন্তু শেষে মানসিকভাবে অসুসস্থ তাঁর চতুর্থ সন্তানের প্রতিবাদের মধ্যে তিনি কিছুটা ভরা খুঁজে পান। উল্লেখ্য এই তিনটি ছবির ওই মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

১৯৯২ সালে শেষ ছবি 'আগন্তুক' তৈরি করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। উৎপল দত্ত অভিনীতি এক হারিয়ে যাওয়া মামার ফিরে আসা তাঁকে নিয়ে পরিবারে বিভিন্নজনের সন্দেহ তৈরি হয় কিন্তু সেই বাড়ির ছোট ছেলেটির আগ্রহে ওই মামা মানুষের স্বাভাব, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সভ্যতার নিয়ে আলোচনা করেন, যা, আমাদের সমাজকে বিভিন্ন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। চিরন্তন মানবিক ধর্ম ও সামাজিক মূল্যবোধের কথা উঠে আসেস আসলে এ যেন সত্যজিৎ রায়ের নিজেরই জীবনদর্শন। বাঙালির 'কূপমণ্ডুকতা'র বিরুদ্ধে এক তীব্র আঘাত হেনেছেন সত্যজিৎ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসা বাঙালির জ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিচর্চার এই দুর্দিনে সত্যজিৎ আমাদের ভাবিয়ে তোলেন এইভাবে। তবে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারতে দেন না। এসব কারণেই সত্যজিৎ -চর্চা প্রয়োজন আমাদের।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

‘ভোটে হেরে মুখ্যমন্ত্রী হলেন, এর আগে রাজ্যে এমনটা হয়নি’ ঃ শুভেন্দু

কলকাতা, ৫ মে (হি.স.): তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । নিজে নির্বাচনে হেরেও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক তথা সদ্য শেষ হওয়া নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘ভোটে হেরে মুখ্যমন্ত্রী হলেন। এর আগে রাজ্যে এমনটা হয়নি।’

এবারের নির্বাচনের প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারী। ২ মে, নির্বাচনের গণনাতেও দিনভর টানটান লড়াইয়ের পর প্রথমে বেলা চারটে নাগাদ জানিয়ে দেওয়া হয়, ১২০১ ভোটে জয়ী হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই নাটকীয়ভাবে বদলে যায় ফল। ফের ঘোষণা করা হয় ১৬০০-র বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। এরপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নন্দীগ্রামের পরিস্থিতি। ওঠে পুনর্গণনার দাবি। যদিও মঙ্গলবারই কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, নন্দীগ্রামে পুনর্গণনার কোনও প্রশ্ন নেই। আর এদিকে শুরু হয়ে রাজ্যব্যপী রাজনৈতিক হিংসা। এসবের মাঝেই বুধবার রাজভবনে তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন মমতা। আর এরপরই এদিন শুভেন্দু বললেন, “ভোটে হেরে মুখ্যমন্ত্রী হলেন। এর আগে এই রাজ্যে এমন হয়নি। ২১৩ জন বিধায়কের মধ্যে কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে। এই জন্য তো বলেছিলাম লিমিটেড কোম্পানি।”

রাজ্যব্যপী হিংসায় দিকে দিকে দলীয়কর্মীদের আক্রান্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে আত্মবিশ্বাস হারাননি প্রধান বিরোধী মুখ হিসাবে উঠে আসা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বললেন, “আমাদের লড়াই চলবে। যেভাবে মারা হচ্ছে, ধর্ষণ করা হচ্ছে — ভাবা যায় না। সব বিরোধী দল শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বয়কট করেছে। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।”

দলবিরোধী মন্তব্যের জেরে সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যকে শোকজ দলের

কলকাতা, ৫ মে (হি.স.) : ভোটের শোচনীয় হারের পর দলবিরোধী মন্তব্যের জেরে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এবার শোকজের মুখে প্রাক্তন বিধায়ক তথা দমদম উত্তরের সিপিএম প্রার্থী তন্ময় ভট্টাচার্য। তাঁকে আচরণের কারণ ব্যাখ্যা করতে বলে চিঠি পাঠিয়েছে উত্তর ২৪ পরগণা সিপিএম জেলা কমিটি। যদিও এ নিয়ে তন্ময় ভট্টাচার্যের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। বুধবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির তরফে শোকজ নোটিস পাঠানো হয় তন্ময় ভট্টাচার্যকে।

ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের আলোচনাচক্রে বসে তিনি হারের জন্য দলকেই প্রকারান্তরে দায়ী করেছিলেন। এমনকী তরুণ প্রার্থীদের এই বিপর্যয়ের নেপথ্যেও আলিমুদ্দিনের ভোটকর্তারাই দায়ী, এ নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করতেও দেখা গিয়েছিল। পাশাপাশি, তাঁকে এও বলতে শোনা গিয়েছে, এই বিপুল জনরায়কে মেনে নিতে না পারলে পরিণত রাজনীতিক হিসেবে নিজেদের পরিচয় না দেওয়াই ভাল। এসবের পর জেলা নেতৃত্বের রোষের মুখে পড়লেন তন্ময়।

জেলা কমিটি অবশ্য চিঠিতে উল্লেখ করে, এসব তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। দল তা অনুমোদন করে না। তবে কেন দলের এতদিনকার নেতা আচমকা এমন কথা বলে বসলেন, তা নিয়ে তাঁকে জবাবদিহিও করতে হবে। এ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয় জেলা কমিটির তরফে। প্রসঙ্গত, সিপিএম তথা যে কোনও বাম দলেই শৃঙ্খলার বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সামান্যতম শৃঙ্খলাভঙ্গেও দলীয় সদস্যদের শাস্তির মুখে পড়তে হয়। এর আগে অনেক সিপিএম নেতার ঘাড়েই শোকজ, বহিষ্কারের খাঁড়া নেমেছে। তবে এ নিয়ে তিনি এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

আগামী শুক্র ও শনিবারও উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

কলকাতা, ৫ এপ্রিল (হি. স.): গত কয়েক দিন ধরেই রাজ্যে বিক্ষিপ্তভাবে চলছে ঝড়বৃষ্টি। এই অবস্থায় আগামী শুক্র ও শনিবার উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি হবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের খবর আগামী শুক্র ও শনিবার আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারের পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে।

অন্যদিকে, আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসকে সত্যি প্রমান করে বুধবার মুশলধারার বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, এদিন কলকাতার তাপমাত্রা ২৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাশাপাশি, সিকিমেও ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। চলতি সপ্তাহে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে ঝড় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অসম ও মেঘালয়ে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ভারী বৃষ্টি হবে মনিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরাতেও। পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি যেমন, বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশাতেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাজগঞ্জ থানার তরফে সর্বদলীয় বৈঠক

রাজগঞ্জ, ৫ এপ্রিল (হি. স.): ভোট গণনার দিন থেকে এখনও পর্যন্ত রাজগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক হিংসা অব্যাহত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযোগের আঙুল তৃণমূলের দিকে। তবে বেশ কিছু জায়গা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধেও অভিযোগ আসছে। এই পরিস্থিতিতে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাজগঞ্জ থানার তরফে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। বুধবার রাজগঞ্জ থানা প্রাঙ্গণে সর্বদলীয় বৈঠকে তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

জলপাইগুড়ির ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) সমীরকুমার পাল, রাজগঞ্জ থানার আইসি পঙ্কজকুমার সরকারের উপস্থিতিতে এদিনের বৈঠকে পুলিশের তরফে সব রাজনৈতিক দলকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া বিজয় মিছিল অথবা কোনওরকম জমায়েত করতে নিষেধ করা হয়। এরপরও শান্তি বিঘ্নিত হলে কড়া আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়ে দেয় পুলিশ।

বৈঠক শেষে তৃণমূল নেতা তথা আইএনটিটিইউসি-র জলপাইগুড়ি জেলার কার্যকরী সভাপতি তপন দে জানান, বিজেপির কেউ কেউ সামাজিক মাধ্যমে অপপ্রচার করছে। বিজেপি নেতৃত্বকে তা নিয়ন্ত্রণ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। যেসব বিজেপি কর্মী ঘরছাড়া রয়েছে তাঁদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

অন্যদিকে, বিজেপি-র রাজগঞ্জ দক্ষিণ মণ্ডল সভাপতি বিধান ঝা জানান, তাঁরা শান্তির পক্ষে। যদি দলের কেউ মিথ্যা প্রচার করে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নিলে তাঁদের কোনওরকম আপত্তি থাকবে না।

তুফানগঞ্জে তৃণমূল কর্মীর দেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে, অস্বীকার বিজেপির

তুফানগঞ্জ, ৫ মে (হি.স.) : শীতলকুচি এবং দিনহাটার পর এবার কোচবিহারের রাজনৈতিক হিংসার বলি তুফানগঞ্জে। মঙ্গলবার রাতে তুফানগঞ্জের চিলাখানা এলাকায় তৃণমূলের এক কর্মী নিখোঁজ থাকার পর বুধবার সকালে তার দেহ উদ্ধারের পর খুন করার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। মৃত কর্মীর নাম শাহিনুর রহমান (৩২)। যদিও শাহিনুরকে খুনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব।

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে হিংসার ঘটনা সামনে এসেছে। তৃণমূলের অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে প্রায় ৪০টি বাইক নিয়ে বিজেপির গুন্ডা বাহিনী চিলাখানা এলাকায় তাণ্ডব চালায়। তৃণমূল কর্মীদের মারধর করে। তখন থেকেই নিখোঁজ ছিলেন শাহিনুর। বুধবার সকালে চিলাখানা এলাকায় চাষের জমি থেকে শাহিনুরের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। শাহিনুর রহমানের কাকা জাহিদুল হক বলেছেন, “বিজেপির দুষ্কৃতীরা শাহিনুরকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে। বার বার ফোন করলেও পুলিশ সঠিক সময়ে আসেনি।” শাহিনুরের স্ত্রী নাহিদা পারভিন বলেন, “মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি ফোন আসার পর বেরিয়ে যায়। পৌনে ৮টা নাগাদ জানায়, একটু পরে আসছি। কিন্তু তার পর সারা রাত ফোনে যোগাযোগ করতে পারিনি।”

এই ঘটনার পর নাটাবাড়ির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, “চিলাখানা এলাকায় আমাদের কর্মী শাহিনুরকে নৃশংসভাবে খুন করেছে বিজেপির গুন্ডারা। আমাদের আর এক কর্মী প্রসেনজিৎ সাহা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। ফল ঘোষণার পর থেকেই জেলা জুড়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে বিজেপি।” যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, “বিজেপির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। জেলা জুড়ে বিজেপি কর্মীরা আক্রান্ত এবং ঘরছাড়া হয়েছেন। যে কোনও মৃত্যুই দুঃখজনক। পুলিশের কাছে আবেদন, এই ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।”

করোনা আবহে শহরের হাসপাতাল পরিদর্শনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৫ এপ্রিল (হি. স.): করোনা কাঁটা পিছু ছাড়ছে না আমজনতার। এই পরিস্থিতিতে ভোট গ্রহণ হয় একুশের। এরই মাঝে করোনা আবহে বুধবার শহরের একাধিক হাসপাতাল পরিদর্শন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। করোনা আবহের মাঝেই একুশের বিধানসভা ভোট সম্পন্ন হয়। ফের ক্ষমতায় আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এরই মাঝে বুধবার রাজভবনে গিয়ে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করার পরেই করোনা মোকাবিলায় উদ্যোগ নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন শম্ভুনাথ পন্ডিত, কলকাতা পুলিশ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সৌজন্যের নজির, বিজেপি প্রার্থীর বাড়ি গিয়ে শান্তির বার্তা নবনির্বাচিত বিধায়িকা জুন মালিয়ার

কলকাতা, ৫ মে (হি.স.) : সৌজন্যের এক নজির গড়লেন অভিনেত্রী তথা সদ্য নির্বাচিত বিধায়িকা জুন মালিয়া। নির্বাচনে ফল ঘোষণার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে ভাবে হিংসার ছবি ভেসে উঠছে, সেখানে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সৌজন্যের নতুন নজির গড়লেন জুন মালিয়া। মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জুন হারিয়েছেন বিজেপির শমিতকুমার দাসকে। বুধবার মমতার শপথের পর শমিতের বাড়ি গেলেন জুন। ফুল-মিষ্টি দিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি শমিতকে ভাইফোঁটা দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় বারের শপথগ্রহণ মেদিনীপুর শহরে লাগানো বড় স্ক্রিনে জেলার নির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে দেখেছেন জুন। পরে কয়েকজন বিধায়ক চলে যান জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করতে। আর জুন গেলেন তাঁর প্রতিপক্ষ শমিতের বাড়িতে। তখন নিজের বাড়িতেই ছিলেন শমিত। সার্কিট হাউস মোড়ে গাড়ি থেকে নেমে বাকি রাস্তা পায়ে হেঁটেই শমিতের বাড়িতে যান তিনি। শমিতও বেরিয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। দু'জনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তাও হয়। জুন শমিতকে জানান, ভাইফোঁটা দিতে তাঁর বাড়ি আসবেন তিনি।

এদিন জুন বলেন, “অশান্তি নয়, শান্তিচাই। আমরা দু'জনেই শান্তির বার্তা দিতে চাই দুই দলের কর্মী সমর্থকদের। উন্নয়ন তো একা করা যায় না। হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছি।” আর শমিত এ নিয়ে বলেছেন, “জুন আমার দিদি। ওঁর অভিনয় ভাল লাগে। তিনি এখন বিধায়ক। এক সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে আমাদের মধ্যে কথা হয়েছে।”

মারাঠা সংরক্ষণ আইন অসাংবিধানিক, আইন বাতিল করল শীর্ষ আদালত

নয়দিল্লি, ৫ মে (হি.স.) : শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে মারাঠাদের সংরক্ষণ নিয়ে দাবিকে নস্যাৎ করল সুপ্রিম কোর্ট। দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, মারাঠাদের সংরক্ষণ নিয়ে মহারাষ্ট্র সরকারের জারি করা আইনকে অসাংবিধানিক। এসইবিসি আইন সমান অধিকারের নীতিকে লঙ্ঘন করে।

বুধবার সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির একটি বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। তাঁরা হলেন বিচারপতি অশোক ভূষণ, বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও, বিচারপতি এস আবদুল নাজির, বিচারপতি হেমন্ত গুপ্তা ও বিচারপতি এস রবীন্দ্র ভাট। পাঁচ বিচারপতিদের সংবিধান বেঞ্চ বুধবার স্পষ্ট জানিয়েছে, মারাঠা সম্প্রদায়কে শিক্ষা ও চাকরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সঠিক নয়। সুপ্রিম কোর্ট মহারাষ্ট্রের এসইবিসি আইনকে বাতিল করেছে।

মহারাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মারাঠাদের জন্য সংরক্ষণের নীতি প্রণয়ন করা হয়। মারাঠাদের শিক্ষার দিক থেকে ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায় হিসেবে ঘোষণা করার জন্য মহারাষ্ট্র সরকারের সিদ্ধান্তকে সুপ্রিম কোর্ট তীব্র ভর্ৎসনা করে। তবে আদালত এও জানিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকারের জারি করা এই নিয়মের আওতায় যারা সংরক্ষণ কোটায় স্নাতকোত্তরে ভর্তি হয়েছে তার কেরিয়ারে কোনও প্রভাব পড়বে না। এদিন সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ২০১৮ সালে মহারাষ্ট্র সরকার যে আইন পাশ করেছে তা সমান অধিকারের নীতি লঙ্ঘন করে। ১৯৯২ সালে সুপ্রিম কোর্ট ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের একটি রায় দিয়েছিল। তা ছিল অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য। সেই রায়ের পুনর্বিচারের কোনও প্রশ্নই ওঠে না বলে এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত।

এই মামলা ইতিমধ্যেই বম্বে হাইকোর্টে উঠেছিল। মহারাষ্ট্র সরকারের এই সংরক্ষণ নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একাধিক সংগঠন বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু বম্বে হাইকোর্টে মারাঠা সরকারের পাশেই দাঁড়ায়। এরপর আবেদনকারীরা মামলা সুপ্রিম কোর্টে টেনে নিয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র প্রেরণ ডিমা হাসাও জেলা বিজেপির

ডিমা হাসাও (অসম), ৫ এপ্রিল (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ডিমা হাসাও জেলার জেলাশাসক পল বরুয়ার মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের উদ্দেশ্যে এক স্মারকপত্র প্রেরণ ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি।

জেলা বিজেপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ঈশ্বরী প্রসাদ পৈইশী ও সাধারন সম্পাদক সুজয় লাংথাসা সাক্ষরিত স্মারক পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে গত ২ মে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পরই পশ্চিমবঙ্গে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের উপর আক্রমনের ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে বলে ডিমা হাসাও জেলা বিজেপির অভিযোগ গত ৪৮ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি দুজন কর্মী সমর্থক সহ কার্যকর্তার মৃত্যু হয়েছে এই অরাজক পরিস্থিতির জন্য এমনকি বিজেপি মহিলা কর্মীদের বেছে বেছে শ্লীলতাহানি করা হচ্ছে। প্রকাশ্য দীবালোকে দোকান পাটে লুটপাট চালানো হচ্ছে। পুরো রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। এমনকি বাংলার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয় অনেক স্থানে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এসব ঘটনার এজাহার নীতে ও রাজি হচ্ছেনা। যার দরুন ভয়ে আতঙ্কে মহিলা পুরুষ তাদের বাড়ি ঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিচ্ছে।

এই অবস্থায় ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের গুন্ডাগিরি ও বিজেপির কার্যকর্তা কর্মী সমর্থকের উপরে আক্রমণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে পশ্চিশবঙ্গের ভোটের ফলাফলের পর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা যে ধরনের আতঙ্কময় পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রকাশ্যে হত্যা হিংসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে এদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দেশের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছে আর্জি জানিয়েছে ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি।

‘মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন” ঃ পার্থ

কলকাতা, ৫ এপ্রিল (হি. স.): বুধবার রাজভবনে গিয়ে তৃতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথ গ্রহনের পর পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ”মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন”।

একুশের বিধানসভা ভোটের পর কে বসবে মসনদে সেই দিকে চোখ ছিল সকলের। অবশেষে রবিবার ছিল ভোটের ফল। ভোটের ফল বলছে ফের ক্ষমতায় তৃণমূল। অবশেষে বুধবার ফের মুখ্যমন্ত্রীর পদে শপথ গ্রহণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন রাজ্যের দায়িত্ব নেওয়া পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা বাংলার নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককেই আমার ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের প্রথম কাজ কোভিডকে নিয়ন্ত্রণ করা।”

এরপরই পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ”মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন। রাজ্যে যে বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা ঘটছে তা তিনি সহ্য করবেন না। শক্ত হাতে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়”।

কাজকর্মের ক্ষতি হবে, ভোগান্তি হবে, লোকাল ট্রেন পরিষেবা বন্ধ হওয়ার প্রসঙ্গে মন্তব্য নিত্যযাত্রীদের

কলকাতা, ৫ এপ্রিল (হি. স.): করোনা কাঁটায় নাস্তানাবুদ সকলে। বেড়েই চলছে আক্রান্তের সংখ্যা। কিন্তু তারই মাঝে তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রীর পদে শপথ নেওয়ার পর নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে আগামীকাল থেকে লোকাল ট্রেন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকাল ট্রেন বন্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসতেই চিন্তার ভাঁজ নিত্যযাত্রীদের কপালে।

রবিবার নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়। ফের ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল। এরই মাঝে বুধবার রাজভবনে গিয়ে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদের শপথ নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই নবান্নে গিয়ে করোনা রুখতে একগুচ্ছ নির্দেশিকা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেক্ষেত্রে লোকাল ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল থেকেই সমস্ত লোকাল ট্রেন বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই নিত্যযাত্রীদের অনেকে কাজ হারানোর ভয় পান। কেউ আবার সংক্রমণ কমার আশায় লোকাল ট্রেন বন্ধের সিদ্ধান্তে খুশি। কেউ বলেন ”কাজকর্মের ক্ষতি হবে, ভোগান্তি হবে”। কেউ আবার বলেন, ” বিকল্প পথ খুঁজতে হবে”।

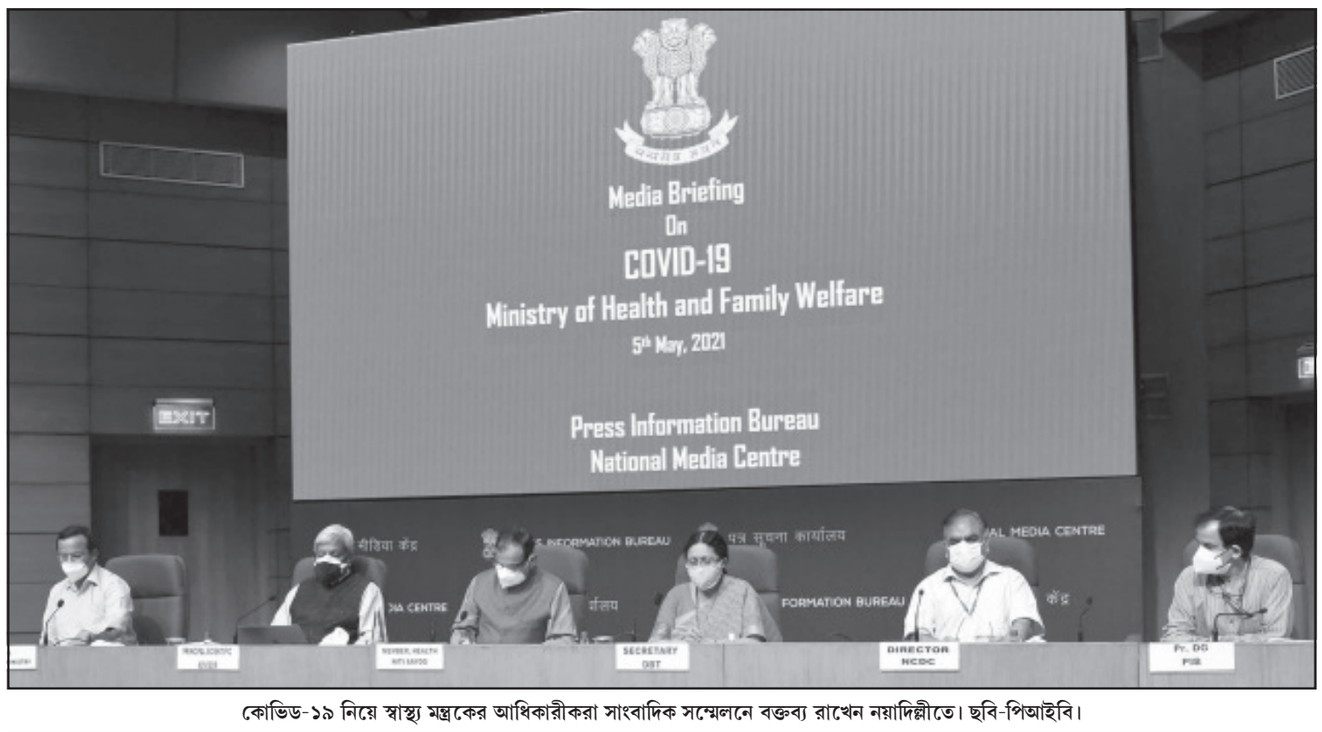

কোভিড-১৯ নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের আধিকারীকরা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন নয়াদিল্লীতে। ছবি-পিআইবি।

মুখ্যমন্ত্রীর শপথের দিনই রাজনৈতিক হিংসা দূর করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিজেপির জয়ী প্রার্থীরা

কলকাতা, ৫ মে (হি.স.) : রাজ্যভবনে মুখ্যমন্ত্রী পদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথের দিনে বিজেপির নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও শপথ নিলেন। বিধায়ক পদে শপথ নয়, রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা নির্মূল করার শপথ নিলেন তাঁরা। বিধায়ক হিসাবে মানুষের পাশে থেকে নিজেদের দায়িত্ব পালনের শপথ।

এদিন হেস্টিংসে বিজেপির অফিসে এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে শপথ নিলেন নন্দীগ্রামের নির্বাচিত বিজেপি প্রতিনিধি তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী, দিনহাটার নিশীথ প্রামাণিক। তাঁদের সবাইকে শপথবাক্য পাঠ করালেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। মঞ্চে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে শপথবাক্য পাঠ করলেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডাও।

অনেক দিন পর পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যার দিক থেকে অনেকটা শক্তিশালী বিরোধী দল পেল। এর আগে বাম বা কংগ্রেস বিরোধী দলের তকমা পেলেও সংখ্যার দিক থেকে তারা অনেকটাই দুর্বল ছিল। কিন্তু বিজেপির ৭৭ নির্বাচিত প্রতিনিধি সরকারকে চাপে রাখবে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিজেপির নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শপথ নেন, বিরোধী দলের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সততার সঙ্গে পালন করবেন। এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ রক্ষায় সর্বদা জাগ্রত থাকবেন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

সঙ্গীর নাক ডাকার সমস্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে ! জেনে নিন সমাধানের রাস্তা

নাক ডাকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিব্রতকর একটি সমস্যা। ঠাণ্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, শোওয়ার সমস্যাসহ নানান কারণে মানুষ ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে। ঘরোয়া কিছু উপায়ে নাক ডাকার সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তবে নাক ডাকা না কমলে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন অবশ্যই। কারণ অনেক সময় বড় ধরনের শারীরিক সমস্যার কারণেও মানুষ নাক ডাকতে পারে।কাত হয়ে শোওয়ার অভ্যাস করুন। কারণ চিত হয়ে শোওয়ার কারণে পেছনের অংশে চাপ পড়ে শ্বাসনালীর পেশি সংকুচিত হয়ে যায়। একটি বড় কোলবালিশ ব্যবহার করতে পারেন ঘুমানোর সময়। এতে পাশ ফিরে শুতে সুবিধা হবে।বেশি নিচু বালিশে ঘুমাবেন না। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিছানা থেকে ৪ ইঞ্চি উপরে মাথা রাখলে শ্বাস নিতে সুবিধা হয়। ফলে নাক ডাকার সমস্যা দূর হয়।ঘুমানোর আগে কয়েক ফোঁটা মেন্থল তেল নাকের আশেপাশে ম্যাসাজ করে নিন। নাক ডাকার সমস্যা থেকে রেহাই মিলবে।নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে ঘরে তৈরি একটি স্প্রে। আধা চা চামচ মোটা দানার লবণের সঙ্গে ১ কাপ জল মিশিয়ে স্প্রে বোতলে ভরে নিন। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে ২-৩ বার নাকের ফুটায় স্প্রে করুন। তবে ৪ অথবা ৫ রাতের বেশি একটানা এটি ব্যবহার করবেন না।অনেক সময় অ্যালার্জির কারণেও নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। ধুলাবালিজনিত অ্যালার্জি থেকে দূরে থাকতে নিয়মিত বিছানার চাদর ও বালিশের কভার বদলানোর অভ্যাস করুন।অতিরিক্ত ওজনের কারণে নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে কমিয়ে ফেলুন বাড়তি মেদ।এক গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপায়ীদের মধ্যে নাক ডাকার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। তাই ধূমপানসহ সবধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্য ত্যাগ করুন।

মানসিক চাপ থেকে স্ফিত পেট

দীর্ঘদিন মানসিক চাপে ভুগলেও পেটের মেদ বাড়তে পারে। চল্লিশের পরে পেটের মেদ কমাতে করণীয় আমরা সবাই বিভিন্ন সময়ে কোনো না কোনো মানসিক চাপে ভুগে থাকি। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার পাশাপাশি নানা রকমের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায়, এর মধ্যে 'স্ট্রেস বেলি' বা পেট বেড়ে যাওয়া অন্যতম।

তল পেটের মেদ নানান স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ায়। এর মধ্যে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও কিডনির সমস্যা অন্যতম।

তাই মানসিক চাপ থেকে পেটে মেদ জমার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানানো হল স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

'স্ট্রেস বেলি' কোন শারীরিক সমস্যা নয়, এটা মানসিক চাপ ও চাপের হরমোনের ফলে ওজন বৃদ্ধি বিশেষত পেটের মেদ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

মানসিকচাপের কারণে কর্টিসোলের মাত্রা বৃদ্ধি পায় যা তলপেটের মেদ বাড়ায়। অ্যাড্রিনালিন গ্রন্থি থেকে হরমোন নিঃসরণ হয় এবং তা রক্তের শর্করার মাত্রা, বিপাক ও শরীরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে।

মানসিক চাপ বাড়ার ফলে কর্টিসোলের মাত্রা বেড়ে যায় যা আমাদের কষ্টকর পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সহায়তা করে। আর ধীরে ধীরে তা স্বাভাবিক করে ফেলে।

কর্টিসোলের মাত্রা বৃদ্ধি, স্থূলতা ও ওজন বৃদ্ধি

দীর্ঘায়িত মানসিক চাপ স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব রাখে। উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে শর্করা বৃদ্ধি ও মানসিক চাপ কর্টিসলের মাত্রা বাড়ায়। মানসিক চাপের কারণে কর্টিসোলের মাত্রা বৃদ্ধি তল পেটের স্থূলতা ও ওজন বাড়ায়। 'দা জার্নাল অব সাইকোসোমেটিক মেডিসিন'য়ে প্রকাশিত গবেষণা থেকে জানা যায়, যাদের কর্টিসোলের মাত্রা বেশি তাদের কম হরমোনের মানুষের তুলনায় কোমরের মাপ বড় হয়।

তবে সকল স্থূলকায় ব্যক্তিই উচ্চ কর্টিসোলের সমস্যায় ভোগেন না, অনেকেই বংশগতি ও জীবনযাত্রার কারণের এই সমস্যায় ভুগে থাকেন।

'স্ট্রেস বেলি' কমানোর উপায়

সুষম খাবার খাওয়া: তাজা ফল, সবজি ও শষ্য-ধরনের খাবার খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করাকে সুষম খাবার বলে। এটা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। ভিটামিন বি সমৃদ্ধ খাবার মানসিক চাপ কমাতে কার্যকর। ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ কমানো: উচ্চ ক্যালরি সমৃদ্ধ খাবার এড়িয়ে চলুন, এতে কোনো পুষ্টিমূল্য নেই। ফ্রুক্টোজ ও হাইড্রোজেনেইটেড ভেষজ তেল এড়িয়ে চলা উচিত। অ্যালকোহল গ্রহণ এড়িয়ে চলুন এতে ক্যালরির পরিমাণ বেশি। শারীরিকভাবে কার্যকর থাকা: শুয়ে বসে দিন কাটানো ওজন বাড়ানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ায়। শারীরিকভাবে কার্যকর থাকা পেটের মেদ কমায়, মন ভালো রাখে এছাড়াও নানাভাবে শরীর সুস্থ রাখে। প্রত্যেককে সপ্তাহে অন্তত পাঁচদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট হালকা শরীরচর্চা করা প্রয়োজন।

ধূমপান বাদ দেওয়া: গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপান তলপেটের স্থূলতা বাড়ায় ও অন্যান্য স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করে। তাই, যত দ্রুত সম্ভব ধূমপান বাদ দেওয়া প্রয়োজন।

মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ: মানসিক চাপ ওজন বাড়ায় বিশেষত, পেটের মেদ। তাই নিজেকে শান্ত ও স্থীর রাখতে উপায় খুঁজে বের করতে হবে। যোগ ব্যায়াম, ধ্যান, প্রকৃতির কাছে কিছুটা সময় কাটানো ইত্যাদি নানাভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

পর্যাপ্ত ঘুম: সার্বিক সুস্থতার জন্য পর্যাপ্ত ঘুম আবশ্যক। গবেষণা থেকে জানা যায়, প্রাপ্ত-বয়স্কদের মধ্যে যারা ছয় ঘণ্টার কম ঘুমান অথবা নয় ঘণ্টার বেশি ঘুমান তাদের দেহে মেদ জমার পরিমাণ বেশি। প্রাপ্ত বয়স্কদের অবশ্যই প্রতিদিন সাত থেকে নয় ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন।

নাক বন্ধ করে শ্বাসের সমস্যা হলে যা করবেন

শীত ছাড়াও বৃষ্টিতে অনেক সম সর্দি কাশির প্রকোপ বাড়ে ও এসিতে থাকার কারণে ঠাণ্ডা লাগতে পারে। আবার গরম বারবার স্নান করার কারণে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

সারা রাত শুকনো কাশি, নাক দিয়ে পানিপাড়া ও ঘুমানোর সময় বন্ধ সাধারণত, শরীরে যখন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মিউকাস তৈরি হয়, তখনই বাড়তি মিউকাস নাকে পানির আকারে বেরিয়ে যায়। এছাড়া যারা সাইনাস ও মাইগ্রেনের সমস্যায় ভোগেন, তাদের ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা থেকে নানা ধরনের সংক্রমণ শুরু হয়। নাকের হাড় যাদের একটু বাঁকা, সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই ঘুমানোর সময় প্রায়ই তাদের নাক বন্ধ হয়ে শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। বাজারে পাওয়া নানারকমের ড্রপ দিয়েই এই সমস্যায় সহজ সমাধান মেলে।

মেডিসিন বিশেষজ্ঞের মতে, নাকের

ড্রপ একটানা ব্যবহার করলে এক সময় তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। ফলে ড্রাপ কিছুতেই ঘুম আসবে না।

কী করবেন ঃ-

১) এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে রাতে ঘুমানোর আগে লবণ ও জলের টানুন নাকে। ঠাণ্ডা থাকলে গরম জলের মধ্যে লবণ দিয়ে নাক দিয়ে দিয়ে টেনে ভাপ নিন।

২) দিনে বার দুই ভেপার ও সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টি অ্যালার্জির কিছু ওষুধ খেলেই এই সমস্যা অনেকটা কমবে। কয়েক চামচ জলেতে সামান্য লবণ যোগ করে ড্রপারে করে সেই জল নাকে দিতে পারেন।

৩) গলার খুশখুশ সারাতে ও নাক থেকে জল পড়া কমাতে উষ্ণ জলে আপেল সাইডার ভিনিগার ও মধু মিশিয়ে খান নিয়মিত।

৪) নাক বন্ধের সমস্যার মেটাতে চাইলে কাঁচা হলুদ ও দুধ মিশিয়ে ফুটিয়ে পান করুন। এক কাপ দুধে একটুখানি কাঁচা হলুদ বাটা মিশিয়ে প্রতিদিন রাতে ঘুমতে যাওয়ার আগে পান করুন।

চুলের আর্দতা রক্ষায় তেলের বিকল্প

সুস্থ ও মসৃণ চুলে আগা ফাটার সমস্যা দেখা দেয় না। চুলের আর্দতা রক্ষায় তেল উপকারী হলেও অনেকেই তেল ব্যবহার করাতে চান না। তাছাড়া নারিকেল তেল ছাড়া অন্যান্য তেল চুলের 'ফলিকল' আবদ্ধ করে দেয়।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে চুলের আর্দতা রক্ষায় তেলের বিকল্প কয়েকটি প্রাকৃতিক প্যাক সম্পর্কে জানানো হল।

দই: দই প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামের খুব ভালো উৎস। এতে ভিটামিন এ, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম থাকায় তা চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। দই চুলের রুক্ষতা দূর করতে ও আর্দতা ধরে রাখতে উপকারী। এর প্রদাহ-রোধী ও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান মাথার ত্বকের খুশকির সমস্যা দূর করতে সহায়ক।

কলা: কলা প্রাকৃতিক তেল সমৃদ্ধ যা কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ও পটাসিয়ামের ভালো উৎস। এই উপাদান চুলকে মসৃণ করতে ও চুলের প্রাকৃতিক স্থিতিস্থাপকতা সুরক্ষিত রাখতে, আগা ফাটা ও ভেঙে পড়ার সমস্যা দূর করতে, মাথার ত্বক মসৃণ ও খুশকি নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। এছাড়াও চুলের উজ্জ্বলতা, শক্ত, ঘনভাব ও নিয়ন্ত্রণ রাখতে ও সূর্যারশ্মি থেকে চুলকে বাঁচাতে কলার মাস্ক উপকারী।

মধু: মধু উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহায়ক। এটা চুলের ফলিকল মসৃণ রাখে ও মলিনভাব দূর করে উজ্জ্বলতা বাড়ায়। এর আর্দতা রক্ষাকারী গুণ চুলের শুষ্ক ও রুক্ষভাব দূর করে এবং আর্দতা বজায় রাখে। মধু চুলের বৃদ্ধিতে সহায়ক প্রাকৃতিক উপাদান সমৃদ্ধ। এর প্রাকৃতিক অ্যান্টিসেপ্টিক উপাদান চুল ও মাথার ত্বক সুস্থ রাখে ও খুশকি দূর করতে সাহায্য করে।

ডিম: ডিম কেবল চুলের আর্দতাই ধরে রাখে না বরং চুলের আগা ফাটা দূর করে ও মাথার ত্বক কন্ডিশনিং করতে সহায়তা করে। ডিম প্রোটিন ও বায়োটিন সমৃদ্ধ এবং এটা মাথার ত্বকের প্রয়োজনীয় আর্দতা ধরে রাখে, চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। চুল শক্তিশালী করে ও চুলের গঠন সুন্দর রাখতে ভূমিকা রাখে।

নাকের ব্ল্যাকহেডস দূর করতে (৮ জাঁদরেল ব্ল্যাকহেডসগুলো যেকোনো মুখে কালিমা লেপে দিতে পারে। পার্লারে না যেয়ে কিংবা দোকান থেকে ব্ল্যাকহেডস ওঠানোর পণ্য না কিনে ঘরেই তৈরি করে নেওয়া যায় স্ক্রাবার।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সেই পন্থাই জানানো হল।

প্রয়োজন হবে

১ টেবিল-চামচ ওটস বা ওটমিল। দুতিন ফোঁটা লেবুর রস। ১ টেবিল-চামচ টক দই।

ওটমিলের উপাদান ময়লা ও ব্ল্যাকহেডস তৈরির উপাদান ত্বক থেকে ওঠাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি ত্বকের কোনো ক্ষতি করে না। লেবুর ভিটামিন সি সমৃদ্ধ যা ত্বকের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। আর সিট্রিক অ্যাসিড ব্ল্যাকহেডস নরম করতে সাহায্য করে।

পদ্ধতি

একটা বাটিতে উল্লেখিত পরিমাণে ওটমিল ও দই নিয়ে ভালো মতো মিশিয়ে নিন। যাতে মিশ্রণটা খুব মসৃণ হয়। এরপর এতে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার মিশ্রণটি নাকের চারপাশে ও ওপরে ভালো মতো মেখে নিন। মিশ্রণটি ভালো মতো বসার জন্য ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর আঙ্গুল দিয়ে চক্রাকারে ভালো মতো ঘষে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। সপ্তাহে একবার এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে উপকার মিলতে থাকবে।

বাহুমূলের কালচেভাব দূর করতে প্রাকৃতিক উপাদান

নিয়মিত ব্যবহারে উপকার মেলে এসব প্রাকৃতিক উপাদান থেকে।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে বগলের কালচেভাব দূর করার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

বেইকিং সোডা: বেইকিং সোডা বাহুমূলের কালচেভাব দূর করতে খুব ভালো কাজ করে। পানি ও বেইকিং সোডা মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে বাহুমূলে সপ্তাহে দুবার স্ক্রাব করুন। স্ক্রাব করে তা সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে আলতোভাবে মুছে নিন।

নারিকেল তেল: নারিকেল তেলে আছে ভিটামিন ই যা প্রাকৃতিকভাবে ত্বক উজ্জ্বল করে বলে বিশ্বাস করা হয়। বাহুমূলে প্রতিদিন নারিকেল তুল মালিশ করে পনের মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার: এটা কেবল চর্বি কাটায় না বরং ত্বকের মৃত কোষ দূর করে। কারণ এতে আছে মৃদু অ্যাসিড যা প্রাকৃতিক পরিষ্কারক হিসেবে কাজ করে। দুই টেবিল-চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনিগারের সঙ্গে বেইকিং সোডা মিশিয়ে তা বাহুমূলে মেখে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে আসলে সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

জলপাইয়ের তেল: প্রাচীনকাল থেকেই নারীরা সৌন্দর্যচর্চায় জলপাইয়ের তেল ব্যবহার করতেন।

এক টেবিল-চামচ জলপাইয়ের তেলের সঙ্গে এক টেবিল-চামচ বাদামি চিনি মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করে বাহুমূলের ত্বক এক্সফলিয়েট করে নিন। দুই মিনিট স্ক্রাব করে কিছুক্ষণ রেখে এরপর সাধারণ পানি দিয়ে ত্বক ধুয়ে নিন।

লেবু: লেবু প্রাকৃতিক ব্লিচিং হিসেবে পরিচিত। অর্ধেকটা লেবু কালো অংশে প্রতিদিন গোসলের আগে দুতিন মিনিট ধরে মালিশ করুন। কয়েকদিনের মধ্যেই পরিবর্তন চোখে পড়বে।

ভেষজ রসের গুণাগুনাবলী

প্রতিদিন আমদের অন্তত ৮ গ্লাস জল পান করা উচিত। কিন্তু এই রসের সঙ্গে কিছু উপাদান মেশালে তা হয়ে ওঠে পুষ্টিকর ও শক্তিবর্ধক। তখন একে বলে ডিটক্স ওয়াটার বা ডিটক্স জল। তাজা ফল, সব্জি ও ভেষজ উপাদান টুকরো করে কেটে স্বাভাবিক তাপমাত্রায়, হালকা গরম বা শীতল জলেতে নির্দিষ্ট সময় ভিজিয়ে রেখে এই মিশ্রণ তৈরি করা হয়।

. ডিটক্স জল সারা দিন শরীরকে সতেজ ও শীতল রাখতে সাহায্য করে।

. শরীর থেকে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সহায়ক।

. শরীরের মেদ কোষগুলোর নিষ্কাশণে সাহায্য করে এটি। খাবার হজমে সাহায্য করে ও বিপাক বাড়ায়।

. যকৃৎ ও ত্বকের জন্য ডিটক্স জল উপকারী। প্রদাহ কমাতেও এটি সহায়ক।

. এই জলেতে যে ফল মেশানো হয়, তা মিষ্টি বা চিনির প্রতি আগ্রহ কমায়, রুচি বাড়ায়।

. ফল ও সব্জির ভিটামিন, খনিজ ও অন্যান্য গুণ থাকলেও এতে ক্যালরি বেশি থাকে না।

. উদ্বেগ ও বিষণ্ণতা কমাতেও উপকারে আসে এই রস।

. আদা ও লেবু ঃ এক গ্লাস কুসুম গরম জলেতে এক ইঞ্চি পরিমাণ আদাকুচি ও আধাখানা লেবুর রস মিশিয়ে খালি পেটে পান করুন। . লেবু ও পুদিনা পাতা ঃ ১৫ থেকে ২০টি পুদিনা পাতা, পাতলা করে কাটা লেবুর ৫ বা ৬টি টুকরো বা আধখানা লেবুর রস ৫০০ মিলিমিটার জলেতে ভিজিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। সকালে খালি পেটে বা দিনে দুই থেকে তিনবার পান করতে হবে। . লেবু, শসা ও পুদিনা পাতা ঃ ৮ কাপ জলেতে একটি আধখানা লেবুর রস ও ওই পরিমাণ লেবু কুচি করে কেটে মিশিয়ে দিতে হবে। তারপর আধখানা শসা কুচি করে ৭টি পুদিনা পাতা সহ ওই জলেতে দিয়ে ২-৩ ঘণ্টা রেখে পান করুন।

. আপেল, দারুচিনি ঃ ১ লিটার জলেতে একটি আপেল স্লাইস করে কেটে এক টেবিলি চামচ দারুচিনি দিয়ে কয়েক ঘণ্টা রেখে ঘুমানোর আগে পান করলে শরীরেরে চর্বি কমে ও বিপাকক্রিয়া ভালো হয়।

. চিয়া সিড ও লেবু ঃ আধ চা চামচা চিয়া সিড এক কাপ জলেতে এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে যে জল তৈরি হবে, তাতে এক চা চামচ লেবুর রস ও আরও জল মিশিয়ে নেড়ে পান করুন। এতে তন্তু বা আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। এছাড়া ডিটক্স জল তৈরিতে স্ট্রবেরি, কমলা, সাইট্রাস ফলের খোসা, জাম্বুরা, বিট ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

বুধবার ডোনার মন্ত্রী জীতেন্দ্র সিং দপ্তরের আধিকারীকদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করেছেন করোনা পরিস্থিতি নিয়ে। ছবি পিআইবি।

রায়গঞ্জে জয়ী বিজেপি, পুরো পরিষেবার জন্য বিধায়কের কাছে যাওয়ার নিদান তৃণমূল কাউন্সিলারের

রায়গঞ্জ, ৫ এপ্রিল (হি. স.): বিজেপি প্রার্থীকে জয়ী করায় পুর পরিষেবা নিতে বিধায়কের কাছেই যাওয়ার নিদান দিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর। সোশ্যাল মিডিয়ায় রায়গঞ্জ পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ সরকারের এহেন মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। যদিও এবিষয়ে তাঁর সাফাই, 'অনেক দুঃখে পোস্ট করেছি'।

রায়গঞ্জ বিধানসভা বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী ২০ হাজার ১০১ ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে পরাজিত করে দীর্ঘ ২৫ বছর পর রায়গঞ্জ আসনটি কংগ্রেসের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। এনিয়ে রায়গঞ্জ পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ সরকার নিজের ওয়ার্ডে ২৭৫ ভোটে পিছিয়ে থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, 'যারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন তারা বিধায়কের কাছে পরিষেবা নিতে যান।' কাউন্সিলরের এমন পোস্ট ঘিরে কেউ সমালোচনা করেছেন, আবার কেউ কেউ সমর্থনও জানিয়েছেন।

শহরাঞ্চলে তৃণমূলের এই বিপর্যয়ের জন্য গত ২০১৭ সালে রায়গঞ্জ পুরসভার ভোটে তৃণমূলের সন্ত্রাসকে দায়ী করেছে বিজেপি। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব সারা বছর মানুষের পাশে থাকা সত্ত্বেও কেন এই বিপর্যয় তা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। আগামী বছর রায়গঞ্জ পুরসভার ভোট। তার আগে শহরাঞ্চলে দলের এই বিপর্যয় তৃণমূলের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে তা স্পষ্ট।

তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ সরকার বলেন, 'অনেক দুঃখে পোস্ট করেছি। সারাবছর মানুষের জন্য কাজ করেছি। সরকারি সমস্তরকম সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে প্রতিটি মানুষের কাছে। এরপরেও মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। তাই যারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন তাঁদের কাছে আমাদের আবেদন, নিজের থেকেই আর আমাদের কাছে আসবেন না, বিধায়কের কাছে যাবেন, তিনিই আপনাদের উপকার করবেন।'

তবে তিনি দাবি করেন, কেউ কোনও কাজে আসলে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। তবে যাঁরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন যারা তাঁদের দলনেত্রীকে ঘৃণা করেন তাঁরা নিজে থেকেই আসবেন না। যদিও একজন নির্বাচিত জন প্রতিনিধি এমন মন্তব্য করতে পারেন না বলে স্থানীয়রা মন্তব্য করেছেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে সমর্থনও জানিয়েছেন।

ডিমা হাসাওয়ে করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২২০ জনে বৃদ্ধি

হাফলং (অসম), ৫ এপ্রিল (হি. স.): ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২২০ জনে বৃদ্ধি। মঙ্গলবার ডিমা হাসাওয়ে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮ জন। তবে আজ ডিমা হাসাওয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩৩ জন করোনা আক্রান্ত রোগী। রাজ্যে ক্রমশই ভয়ঙ্কর আকার ধারন করছে করোনার সংক্রমণ। এবার পাহাড়ে ও দেখা দিয়েছে গণসংক্রমণ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিন করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। এতে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে। এমনিতে হাফলং সরকারি হাসপাতালে কোভিড রোগীদের জন্য রয়েছে ৬৮টি বিছানা এরমধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩৪ জন রোগী বর্তমানে হাফলং সরকারি হাসপাতালে খালি আছে ৩৪ টি বিছানা এই অবস্থায় সংক্রমণ বৃদ্ধি হলে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারন করতে পারে। ইতিমধ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ৩ জন রোগীকে জেলার বাইরে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ২২০ জন রোগীর মধ্যে মোট ৭১ জন সুস্থ হয়ে উঠার পাশাপাশি হাফলং সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩৪ জন রোগী এবং হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ১১২ জন রোগীকে। ডিমা হাসাওয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩-৩১ শতাংশ এবং সুস্থ হয়ে উঠার সংখ্যা ১৯-৩৯ শতাং। ভয়ঙ্কর আকার ধারন করছে করোনার সংক্রমণ। এবার পাহাড়ে দেখা দিয়েছে গন সংক্রমণ জেলার বিভিন্ন গ্রামে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। এতে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ৩ জন রোগীকে জেলার বাইরে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ২১২ জন রোগীর মধ্যে ৩৮ জন সুস্থ হয়ে উঠার পাশাপাশি হাফলং সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩৯ জন রোগী এবং হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ১৩২ জন রোগীকে। ডিমা হাসাওয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩-৩৭ শতাংশ এবং সুস্থ হয়ে উঠার সংখ্যা ৩৪-৯৮ শতাংশ।

আইনের শাসন ফেরাতে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী, এই আশা করছি : রাজ্যপাল

কলকাতা, ৫ মে (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই, রাজ্যের চারিদিকে শুধুই হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে। কোথাও বিজেপি আক্রান্ত হচ্ছে, কোথাও আবার তৃণমূল। বাড়ি ভাঙচুর তো চলছেই, খুনও হয়েছেন উভয় দলের নেতা-কর্মীরা। রাজ্যে শান্তি চেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেই তাঁকিয়ে রয়েছেন শান্তিকামী মানুষজন। শুধুমাত্র রাজ্যের মানুষজনই নন, পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন ফেরাতে অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রী পদক্ষেপ নেবেন বলে আশাবাদী রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরও। বুধবার তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মমতার শপথগ্রহণের পরই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপাল বলেছেন, 'তৃতীয় মেয়াদের জন্য মমতাজিকে অভিনন্দন জানিয়েছি। হিংসার অবসান ঘটানোই আমাদের অগ্রাধিকার, হিংসার জন্য সমাজ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। আমি আশাবাদী, আইনের শাসন ফেরাতে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী।' এদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই রাজ্যে শান্তি ফেরাতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে মমতা জানিয়েছেন, তাঁর প্রথম কাজ কোভিড মোকাবিলা করা।

দলীয় কর্মীরা আক্রান্ত, তাই মমতার শপথ অনুষ্ঠানে যাননি দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৫ মে (হি.স.): মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিতদের তালিকায় নাম ছিল তাঁর। কিন্তু, ভোটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রহৃত ও আক্রান্ত হচ্ছেন বিজেপি কর্মীরা, মূলত রাজ্যজুড়ে হিংসার কারণেই রাজভবনে আয়োজিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যাননি বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বুধবার তৃতীয়বারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোভিড পরিস্থিতিতে কোনও জাঁকজমক ছাড়াই আয়োজিত হয়েছে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। আমন্ত্রিতদের তালিকাও ছিল ছোট। সেই তালিকায় নাম ছিল বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের। কিন্তু, মমতার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে গরহাজির ছিলেন দিলীপ। কেন তিনি যাননি, এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, "ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। সেই কারণেই শপথ অনুষ্ঠানে যাব না।" প্রসঙ্গত, ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ২৯২টি আসনের (দু"টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়নি) মধ্যে ২১৩টি আসনে জয়লাভ করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) জয়লাভ করেছে ৭৭টি আসনে।

কোভিডে মৃত্যু ৫১ জনের, তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্ত ৪.৬৯-লক্ষাধিক

হায়দরাবাদ, ৫ মে (হি.স.): তেলেঙ্গানায় নতুন করে আরও ৫১ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হল। এছাড়াও বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন মাত্র ৬,৩৬১ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭২২ জন। মোট আক্রান্তের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩,৮৯,৪৯১ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ৫১ জনের মৃত্যুর পর তেলেঙ্গানায় করোনা কেড়েছে ২,৫২৭ জনের প্রাণ।

বুধবার তেলেঙ্গানার স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-সংক্রমিত ৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬,৩৬১ জন। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৮,১২৬ জন। তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৭৭,৭০৪ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ৩,৮৯,৪৯১ জন।

প্রথম কাজ কোভিড মোকাবিলা করা শান্তি ফেরাতে আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৫ মে (হি.স.): ভোটে জয়লাভের পরও বলেছিলেন, বুধবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর মমতা ফের বললেন, 'প্রথম কাজ কোভিড মোকাবিলা করা।' একইসঙ্গে রাজ্যে শান্তি ফেরাতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন শপথ নেওয়ার পর মমতা বলেছেন, 'সরকারের প্রথম কাজ রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা।'

উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মতোই করোনার বাড়বাড়ন্তে জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গ। বিগত ২৪ ঘন্টাতেই পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১৭,৬৩৯ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১০৭ জনের।

বেলেঘাটা আইডিতে অক্সিজেন প্ল্যান্টে বরফ জমার সমস্যা অব্যাহত

কলকাতা, ৫ এপ্রিল (হি. স.): করোনা হানা এখনও অব্যাহত শহর জুড়ে। সময় যত বাড়ছে ততই বাড়ছে করোনা হানা। এই পরিস্থিতিতে গত কয়েকদিন ধরে অভিযোগ উঠেছে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে লিকুইড অক্সিজেন প্ল্যান্টে বরফ বিভ্রাটের। সেই সমস্যা অব্যাহত বুধবারও। করোনা আবহে শহরের বিভিন্ন হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসার গাফিলতিতে থেকে বেড় না থাকার অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে গতকালই অভিযোগ ওঠে বেলেঘাটা আইডি-তে লিকুইড অক্সিজেন প্ল্যান্টে বরফ বিভ্রাট। অভিযোগ প্ল্যান্টের গায়ে জমে যাচ্ছে বরফ। যার জেরে বরফ জমা রুখতে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে সব সময় রাখতে হচ্ছে দমকলের গাড়ি। গোটা একটা দিন কেটে গেলেও সেই সমস্যা অব্যাহত। বেলেঘাটা আইডিতে অক্সিজেন প্ল্যান্টে বরফ জমার সমস্যায় অক্সিজেন প্ল্যান্ট বন্ধ করে মেরামতির কাজ করতে হচ্ছে। রোগীদের সেবায় সিলিন্ডার থেকেই রোগীদের অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে।

করোনা আবহে স্যানিটাইজেশন যন্ত্র ব্যবহারের উদ্যোগ কলকাতা পুরসভার

কলকাতা,৫ এপ্রিল (হি. স.): দেশ থেকে রাজ্য সব্রত্রই করোনা আক্রান্তর সংখ্যা আতঙ্ক দিচ্ছে সকলকে। রোজ বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে কঠোর প্রশাসন। বুধবার করোনা আবহে স্যানিটাইজেশন যন্ত্র ব্যবহারের নয়া উদ্যোগ কলকাতা পুরসভার।

করোনা হানায় নাস্তানাবুদ সকলে। গত বছর করোনা আতঙ্কে সম্পূর্ণ লকডাউন ছিল দেশজুড়ে। বর্তমানে সম্পূর্ণ লকডাউন না হলেও কিছু জায়গায় লকডাউন চলছে। এরই মাঝে করোনা মোকাবিলায় অত্যাধুনিক স্যানিটাইজেশন যন্ত্র ব্যবহারের উদ্যোগ নিল কলকাতা পুরসভা। বুধবার কলকাতা পুরসভার সদর দফতরে সেই মেশিনের পরীক্ষামূলক ব্যবহার হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য তারক সিং। এই মেশিনেরে মাধ্যমে ছোট ছোট গাড়ি ব্যবহার করে বিভিন্ন এলাকায় স্যানিটাইজেশন করা হবে।

রাতে পড়ছে ইট, আসছে অশালিন হুমকি, কাঁকসায় অত্যাচারিত গ্রামবাসীদের পাশে তৃণমূলের কর্মাধ্যক্ষ

দুর্গাপুর, ৫ মে (হি.স.) : নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনা হতেই জেলায় জেলায় অত্যাচারের শিকার বিজেপিকর্মী সমর্থকরা। আতঙ্কে পুরুষ শূন্য একাধিক পরিবারে। আর সেই সুযোগে তৃণমূলের নাম ভাঙিয়ে ক্রমাগত চলছে আক্রমন। কখনও ইট বৃষ্টি, কখনও তোলাবাজি, আবার কখনও অশালিন প্রস্তাব।

আতঙ্কিত ওইসব পরিবারের পাশে দাঁড়াল এলাকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য শপথ নেওয়ার দিনই অত্যাচারিতদের সঙ্গে নিয়ে সটান থানায় পৌঁছালেন তিনি। গ্রামবাসীরা সম্মিলিতভাবে গন অভিযোগ দায়ের করলেন পুলিশে। নজিরবীহিন ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসা ৩ নং কলোনী এলাকায়

নিজেদের কর্তব্য থেকে কখনও পিছপা হবে না বিজেপি : জে পি নাড্ডা

কলকাতা, ৫ মে (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে যেমনটা প্রত্যাশা ছিল বিজেপির, সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি ঠিকই। তবে, পশ্চিমবঙ্গে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে উঠে এসেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। তাই জনাদেশ মেনে নিয়ে খুশির সঙ্গে বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চায়। বুধবার বিজেপির হেস্টিংস কার্যালয়ে জয়ী বিধায়কদের এই বার্তা দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। একইসঙ্গে নাড্ডা জানিয়েছেন, 'নিজেদের কর্তব্য থেকে পিছপা হব না বিজেপি।' নাড্ডা এদিন বলেছেন, 'আমরা শপথ নিচ্ছি, জনাদেশ মেনে নিয়ে খুশির সঙ্গে বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করব। বাংলায় রাজনৈতিক হিংসা, তুষ্টিকরণ এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছি আমরা, নিজেদের কর্তব্য থেকে কখনও পিছপা হব না আমরা।' নাড্ডা আরও বলেছেন, 'যাঁদের রক্ষা করা দায়িত্ব তাঁরাই হিংসার জন্য দায়ী। তাঁরা শপথ নিতে পারেন, গণতন্ত্রে সকলের সেই অধিকার রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে হিংসা সমূলে বিনাশ করব, এই শপথ নিচ্ছি আমরা।' এদিন জয়ী বিজেপি বিধায়করা শপথ গ্রহণ করেন হেস্টিংস কার্যালয়ে। শপথবাক্য পাঠ করান বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন জে পি নাড্ডা।

এবার হরিদ্বারে অক্সিজেনের সঙ্কট! রুরকির হাসপাতালে মৃত্যু ৫ জন রোগীর

হরিদ্বার, ৫ মে (হি.স.): এবার অক্সিজেনের সঙ্কট দেখা দিল উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে। হরিদ্বার জেলার রুরকিতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে অক্সিজেনের অভাব ও অক্সিজেন সরবরাহে ত্রুটির কারণে মৃত্যু হয়েছে ৫ জন করোনা-রোগীর, তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন। এই ঘটনায় কমিটি গঠন করে বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে হরিদ্বার জেলা প্রশাসন। বুধবার ভোররাত ১.৩০ থেকে দু"টোর মধ্যে, মাত্র ৩০ মিনিটের জন্য অক্সিজেনের অভাব ও অক্সিজেন সরবরাহে ত্রুটির কারণে মৃত্যু হয়েছে ৫ জন করোনা-রোগীর। মৃত ৫ জন রোগীর মধ্যে একজন ভেন্টিলেটর সাপোর্টে ছিলেন এবং ৪ জন অক্সিজেন বেডে ছিলেন।

বুধবার হরিদ্বারের জেলাশাসক সিরবিশঙ্কর জানিয়েছেন, হরিদ্বার জেলার রুরকিতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু হয়েছে ৫ জন করোনা-রোগীর। এই ঘটনায় কমিটি গঠন করে বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রুরকির জয়েন্ট গভর্নমেন্ট হাসপাতালের চিফ মেডিক্যাল অফিসার এবং দু'জন চিকিৎসক ওই বেসরকারি হাসপাতালের অডিটও করেছেন। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে ওই টিমকে। জেলাশাসক জানিয়েছেন, গাফিলতি প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ লোকাল ট্রেন, দশটা থেকে দু'টো ব্যাঙ্ক খোলা

কলকাতা, ৫ মে (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, 'কোভিড মোকাবিলা করতে হবে আমাদের সরকারকে।' আর তাই মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসকে ঠেকাতে কঠোর হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জারি করা হল একাধিক নির্দেশিকা ও বিধিনিষেধ। বুধবার নবান্নে সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর, দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার (৬ মে) থেকে রাজ্যে বন্ধ থাকবে সমস্ত লোকাল ট্রেন। ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে সকাল দশটা থেকে দুপুর দু"টো পর্যন্ত। এছাড়াও বেসরকারি ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ কর্মীকে "ওয়ার্ক ফ্রম হোম" করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও জানিয়েছেন, সরকারি পরিবহন ও মেট্রোতে ৫০ শতাংশ যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন। বিমানে পশ্চিমবঙ্গে আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে লাগবে কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট। আন্তঃরাজ্য বাস চলাচলের ক্ষেত্রে চেকিং চালানো হবে, আরটি-পিসিআর নেগেটিভ রিপোর্ট বাধ্যতামূলক। টিকাকরণের ক্ষেত্রে হকার, পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত এবং সাংবাদিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

কিছুদিন আগেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, সকাল সাতটা থেকে দশটা এবং বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকবে বাজার। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সকাল সাতটা থেকে দশটা এবং বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকবে বাজার। গয়নার দোকান খোলা থাকবে দুপুর বারোটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত। করোনা-পরিস্থিতিতে শুরু থেকেই মাস্ক এবং স্যানিটাইজার ব্যবহারে গুরুত্ব দিয়ে আসছে রাজ্য সরকার। বুধবার মমতা বলেন, "সকলকে আবশ্যিক ভাবে মাস্ক পরতেই হবে। ব্যবহার করতে হবে স্যানিটাইজার।" জরুরি ভিত্তিতে কেউ বাইরে থেকে এলে ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। ৫০ জনের বেশি জমায়েত করা যাবে না। তার জন্য আগে থেকে অনুমতি নিতে হবে। শপিং কমপ্লেক্স, জিম, সিনেমা হল এবং বিউটি পার্লর আপাতত বন্ধ থাকবে।

কিশোরভারতীর পর এবার যুবভারতীও কোভিড হাসপাতাল

কলকাতা,৫ এপ্রিল(হি. স.) : করোনা হানা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না শহরের। যত সময় বাড়ছে ততই লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে ক্রমশ দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার জোগাড় সকলের। কিন্তু তারই মাঝে সাধারণের পাশে দাড়াতে বুধবার থেকে যুবভারতী স্টেডিয়ামও কোভিড হাসপাতাল।

দেশ থেকে রাজ্য সর্বত্রই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হু হু বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় লকডাউন করা হয়েছে। এরই মাঝে পশ্চিমবঙ্গেও আগামীকাল থেকে লোকাল ট্রেন পরিষেবা বন্ধ হতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে কিশোরভারতীর পর যুবভারতীও এখন কোভিড হাসপাতাল। সূত্রের খবর সেখানে রয়েছে ২২৩টি বেড। পাশাপাশি মিলবে অক্সিজেনও।

মমতার শপথ শেষে ফের ভোট পরবর্তী অশান্তি নিয়ে বিঁধলেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ৫ মে (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ নেওয়ার পরই ভোট পরবর্তী অশান্তি নিয়ে রাজ্যকে বিঁধলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। ধনকড়ের এহেন আচরণের তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

বুধবার সকাল ১০টা বেজে ৪৫ মিনিটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। এরপর তৃণমূল নেতা-সহ শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন তিনি। এরপরই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ধনকড়। তিনি বলেন, "ভারত ও বাংলা একটা কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে। এই পরিস্থিতিতেও লাগাতার ভোট পরবর্তী হিংসা চলছে।" এরপরই কটাক্ষের ভঙ্গিতে তিনি বলেন, "আশা করি নতুন সরকার কড়া হাতে দুই জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারবে।" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথগ্রহণের পরই রাজ্যকে বিঁধে রাজ্যপালের এহেন মন্তব্যকে মোটেও ভালভাবে নেননি রাজভবনে উপস্থিত তৃণমূল নেতারা।

রাজ্যপালের আচরণ অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ বলেই মন্তব্য করলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথা, "আজকে নতুন সরকার তৈরির দিনে এহেন আচরণের থেকে খারাপ আর কিছুই হতে পারে না।" পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, সৌজন্য বিরোধী আচরণ করেছেন ধনকড়।

উল্লেখ্য, বাংলার রাজ্যপাল পদের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই একাধিক ইস্যুতে রাজ্যকে তুলোধোনা করেছেন জগদীপ ধনকড়। পালটা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীও। প্রকাশ্যে রাজ্যপালের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশও করেছেন মমতা। সেই পরম্পরা সমানে চলছে।

রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ স্ট্যালিনের, শপথ নেওয়া সময়ের অপেক্ষা

চেন্নাই, ৫ মে (হি.স.): তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে এবার বিজেপির সঙ্গে জোটে থাকা এআইএডিএমকে-কে প্রত্যাখ্যান করেছেন তামিলনাড়ুর জনগণ। ২৩৪টি আসনের মধ্যে এআইএডিএমকে জয়ী হয়েছে ৬৬টি আসনে এবং ডিএমকে একাই জয়ী হয়েছে ১৩৩টি আসনে। ফলে ডিএমকে-র সরকার গঠন এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। তামিলনাড়ুতে সরকার গঠনের দাবি জানিয়ে বুধবার তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল বনওয়ারিলাল পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ডিএমকে সভাপতি এম কে স্ট্যালিন। স্ট্যালিন ছাড়াও রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেছেন টি আর বালু এবং দুরাই মুরুগান।

রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে ডিএমকে নেতা আর এস ভারতী জানিয়েছেন, 'বুধবার এম কে স্ট্যালিন, টি আর বালু ও দুরাই মুরুগান রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেছেন।

ফের বাড়ল পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যদেশজুড়ে দামি জ্বালানি তেল

নয়াদিল্লি, ৫ মে (হি.স.): আবারও দাম বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের। মঙ্গলবারের পর বুধবারও দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই-সহ দেশের সর্বত্র দামি হয়েছে পেট্রোল-ডিজেল। কলকাতায় পেট্রোলের দাম বেড়েছে লিটার প্রতি মাত্র ০.১৬ পয়সা। ডিজেলের দাম বেড়েছে লিটারপ্রতি ০.২০ পয়সা। মধ্যরাত থেকেই কার্যকর হয়েছে নতুন দাম। দাম বাড়ার পর কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম এখন, ৯০.৯২ টাকা। ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৮৩.৯৮ টাকা।

কলকাতার পাশাপাশি বুধবার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েছে দিল্লি, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে। দিল্লিতে ০.১৯ পয়সা বাড়ার পর পেট্রোলের দাম এখন ৯০.৭৪ টাকা প্রতি লিটার এবং ০.২১ পয়সা বাড়ার পর ডিজেলের দাম এখন ৮১.১২ টাকাঊ পাশাপাশি মুম্বইয়ে ০.১৭ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম এবং ০.২১ পয়সা বেড়েছে ডিজেলের দামঊ মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের নতুন দাম, যথাক্রমে ৯৭.১২ টাকা প্রতি লিটার (পেট্রোল) এবং ৮৮.১৯ টাকা প্রতি লিটার (ডিজেল)ঊ চেন্নাইয়ে পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত দাম হল যথাক্রমে-৯২.৭০ টাকা এবং ৮৬.০৯ টাকা। প্রসঙ্গত, পরপর দু''''দিন পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়ায় ফের মাথায় হাত মধ্যবিত্তের।

রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত ফল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। মরশুমি ফল স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী। কিন্তু সেই ফল রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পরিপক্ক করার চেষ্টা করলে তা সুস্বাস্থ্যের বদলে মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। বর্তমানে অতি মুনাফার লোভে এ ধরনের প্রবণতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে ।মহামারী করোনা ভাইরাসের মধ্যে বিষাক্ত রাসায়নিক কার্বাইড দিয়ে বাংলাদেশে পাকানো হচ্ছে আমসহ বিভিন্ন ফল। অতিরিক্ত মুনাফার আশায় একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী প্রকাশ্যে বাজারজাত করছে বিষাক্ত রাসায়নিকযুক্ত ফল। কার্বাইডসহ ক্ষতিকর বিভিন্ন রাসায়নিক দিয়ে পাকানো ফল দেখে চোখ জুড়িয়ে গেলেও অপরিপক্ক এসব ফলে নানা ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হচ্ছে ।জানা গেছে, ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশের বাজারে উঠতে শুরু করে বিভিন্ন জাতের আমসহ বিভিন্ন ফল। আমগুলো দেখতেও বেশ ঝকঝকে এবং সুন্দর। এসব আম কিনে বাড়িতে নিয়ে কেটে দেখা যায় ভেতরের আঁটিই শক্ত হয়নি, আঙ্গুলে চাপ দিলেই ভেঙ্গে যায়। আম কেটে কিছু সময় রাখার পর আপনা আপনি কালো হয়ে যায়। খেতেও আমের মতো লাগে না, মিষ্টি লাগা দূরের কথা বিশ্রী স্বাদে মুখ বিস্বাদ হয়ে যায়। এ আম খাওয়ার পর অনেকের পেটেও সমস্যা দেখা দেয়। পরিপক্ক হওয়ার আগেই আমগুলো পেড়ে আনা হয়েছে বাগান থেকে। তারপর বিষাক্ত ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে পাকানো হয়েছে। রোজার মধ্যে অতিলাভে বিক্রির উদ্দেশ্যে এসব আম আনা হয়েছে। সেই আমেই ঢাকাসহ সারাদেশের বাজার সয়লাফ হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মানুষের শরীরের সুষম পুষ্টির যোগানের জন্য আমসহ বিভিন্ন মৌসুমী ফল খাওয়ার বিকল্প নেই। কিন্তু কতিপয় মানুষের লোভের কারণেই সেই ফল বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। একেকটি আম বিষের গোল্লায় পরিণত হচ্ছে।

বুধবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আমরা বাঙালীর কর্মকর্তারা। ছবি নিজস্ব।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফের এনআরসে চিকিৎসায় গাফিলতিতে মৃত্যুর অভিযোগ

কলকাতা,৫ এপ্রিল (হি. স.): একদিকে করোনা হানায় কপালে চওড়া ভাঁজ পড়েছে শহরবাসীর। এই পরিস্থিতিতে ক্রমশ শহরের বিভিন্ন হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠছে চিকিৎসায় গাফিলতিতে থেকে অক্সিজেনের অভাব। এরই মাঝে বুধবার ফের এনআরসে চিকিৎসায় গাফিলতিতে মৃত্যুর অভিযোগ।

ক্রমশ চওড়া হচ্ছে করোনা গ্রাফ। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার ছুঁইছুঁই। এই পরিস্থিতিতে আগামীকাল থেকে লোকাল ট্রেন পরিষেবা বাতিলের ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্ত তারই মাঝে অভিযোগ উঠেছে, ৪৪ বছরের বেলেঘাটার বাসিন্দা ডায়েরিয়ার সমস্যা নিয়ে ২৮ এপ্রিল এনআরএসে ভর্তি হন।কিন্ত পরিবারের অভিযোগ রোগীকে রক্ত দিতে গড়িমসি করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আর এর জেরেই মৃত্যু হয় ওই রোগীর। এদিন রোগীর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে রোগীর পরিবার।

উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার সেগুন কাঠ

চালসা, ৫ এপ্রিল (হি. স.): বনদফতরের অভিযানে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার সেগুন কাঠ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার সকালে চালসা রেঞ্জের খরিয়ার বন্দর বিটের বিট অফিসার মনুয়ার হোসেনের নেতৃত্ব বাতাবাড়ি চা বাগানে অভিযান চালিয়ে সেগুন গাছের গুড়ি উদ্ধার হয়।

এদিন বাতাবাড়ি চা বাগানের ১৯ নম্বর সেকশনে পাচারের উদ্দেশে ওই কাঠ রাখা ছিল। গতকাল রাতেই জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে ওই এলাকায় নিয়ে আসা হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন অভিযান চালিয়ে চা বাগানে রাস্তার পাশে ওই গুড়িগুলি উদ্ধার হয়। তবে কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

চালসার রেঞ্জার পল্লব মুখোপাধ্যায় জানান, উদ্ধার হওয়া কাঠ খরিয়ার বন্দর ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। এই ধরণের অভিযান চলতে থাকবে।

সাংবাদিক আক্রান্ত প্রতিবাদে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ মে।। সাংবাদিক রাহুল দাসের দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে তেলিয়ামুড়া থানার সামনে অবরোধে সামিল সাংবাদিকরা। সাংবাদিক আক্রান্ত হওয়ার ৩ দিধন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত দোষীদের গ্রেফতার করতে ব্যার্থ তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। এ ঘটনার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে আগরতলা থেকে ছুঁটে আসেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রনব সরকার এবং ফোরামের সম্পাদক তথা নিউজ ভ্যানগার্ড চ্যানেলের কর্নধার সেবক ভট্টাচার্য্য।

প্রথমে তারা আক্রান্ত সাংবাদিক রাহুলের বাড়িতে যান এবং ঘটনার খোঁজ খবর নেন পরবর্তীতে তারা তেলিয়ামুড়া থানার সামনে মূল ফটক ধর্না বসেন সাংবাদিকরা ।এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়া সাথে কথা বলেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক তথা ত্রিপুরার জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সম্পাদক প্রণব সরকার এবং ফোরামের সম্পাদক তথা নিউজ ভ্যানগার্ড চ্যানেলের কর্নধার সেবক ভট্টাচার্য্য ।প্রতিবাদতর দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান ।এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক-প্রণব সরকার জানান যতক্ষণ পর্যন্ত সাংবাদিকদের আন্দোলন চালু থাকবে ।তিনি এও বলেন কলকাতা থেকে মামলা তোলার জন্য প্রতিনিয়তই চাপ সৃষ্টি করছে অভিযুক্ত পরিবারের পক্ষ থেকে ।তিনি এও দাবি রাখেন রাহুলের দাসের বাড়িতে গিয়ে যাদব হুমকি দিচ্ছেন তাঁদের গ্রেপ্তার করতে হবে ।ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির এবং খোয়াই জেলা কমিটির সদস্য সদস্যরা সহ এদিনের এই ধর্নায় উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া একাংশ সাংবাদিকরা।

কর্তৃপক্ষের তরফে আইভীল চা বাগানে মাস্ক বিলি

চালসা, ৫ মে (হি. স.) : কোনও ভাবেই কমছে না করোনা সংক্রমণ। এই অবস্থায় শ্রমিকদের সচেতন করতে চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে বিলি করা হল মাস্ক। পাশাপাশি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার কথাও বলা হয় ।বুধবার সকালে মেটেলি ব্লকের আইভীল চা বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে বাগানের শ্রমিক মহল্লা ও কাজের জায়গায় মাস্ক বিতরণ সহ যাবতীয় বিষয়ে মাইকিং করে সচেতন করা হয়। শ্রমিকদের সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরে কাজ করার কথা বলা হয়।

বাগানের জোনাল ওয়েলফেয়ার ম্যানেজার রাজেন বাড়াইক বলেন, ‘করোনা রোধে বাগানের শ্রমিকদের নিয়মিত সচেতন করা হয়।‘

তেলিয়ামুড়ায় রেস্টুরেন্টে ভাঙচুর, গ্রেপ্তার নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ মে।। ৩রা মে রাজনৈতিক সংঘর্ষের জের ধরে দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে দোকানপাট ভাংচুরের ঘটনা ক্রমবর্ধমান ভাবে জারি রেখেছে। এবার দুষ্কৃতীরা তেলিয়ামুড়া শহরের ভারতীয় স্টেট ব্যাংক তেলিয়ামুড়া শাখা অফিসের পাশে 'ক্লাব হাউস হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট'- নামে একটি দোকানে ভাঙচুর চালায় রাতের অন্ধকারে। দুষ্কৃতীরা এই রেস্তোরাঁতে বিভিন্ন সামগ্রী সহ এসি, কুলার, সিসিটিভি ক্যামেরা সহ অন্যান্য সামগ্রী ভেঙে তছনছ করে দেয় দুস্কৃতিকারীরা।

অন্যদিকে তেলিয়ামুড়া থানার নাকের ডগায় দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা রেস্তোরাঁ ভাঙচুরের ঘটনা ঘিরে তেলিয়ামুড়া শহরজুড়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে। প্রশ্ন উঠছে পুলিশি ব্যবস্থা নিয়ে।

কার্ল মার্কসের জন্মদিন পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। মহান দার্শনিক ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কার্ল মার্কসের ২০৪তম জন্ম দিবস রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদী তত্ত্বের স্রষ্টা কার্ল মার্কস-এর ২০৪ তম জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় মেলারমাঠ দশরথ দেব স্মৃতি ভবনে। এ উপলক্ষে বুধবার সকালে মেলার মাঠ দর্শকদের স্মৃতি ভবন এর সামনে দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং মহান দার্শনিক কার্ল মার্কসের প্রকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস সহ অন্যান্যরা। কাল মার্কস এর জন্ম দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সম্পাদক বলেন কাল মার্কস যুগ যুগ ধরে প্রাসঙ্গিক। তিনি গবেষণা করেছে মতবাদ প্রকাশ করেছেন তা হল সাম্যবাদের মতবাদ। শ্রেনী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সামন্ততন্ত্র সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে তিনি প্রমাণ করেছেন।

সমগ্র পৃথিবীতে সবচেয়ে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা হল সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা। শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণের হাত থেকে মুক্ত করে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেছিলেন কার্ল মার্কস।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

চলাকালীন আবারও চুরির ঘটনা। পরপর চুরির ঘটনায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে অনুরোধ করেছেন এই ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে।

নন্দননগরে

● প্রথম পাতার পর

এলাকা লাকড়ি জঙ্গলে লাকসংগ্রহ করতে এসে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে। তখন ওই দুই নাবালক ছুটে গিয়ে নিখোঁজ যুবকের বাড়িতে খবর দেয়। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ছুটে এসে মৃতদেহ শনাক্ত করেন। পুলিশ এসে কঙ্কালসার মৃতদেহটি উদ্ধার করে। মৃতদেহের পাশেই তার একটি মোবাইল ফোন পাওয়া গেছে।

নিখোঁজ যুবকের কঙ্কালসার মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি একটি আত্মহত্যার ঘটনা।

বঙ্গে

● প্রথম পাতার পর

মল জানান, তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনে বুধবার সকালে বিএসএফের ৮০ ও ১৯১ ব্যাটালিয়নের ১২৩ জন জওয়ান রেলে করে আসে। তাদেরকে রেলস্টেশনে কোভিড টেস্ট করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেককে টেস্ট করার পর মোট ১১ জন জোয়ানের দেহে করোনা পজেটিভ পাওয়া যায় ।পজিটিভ পাওয়া প্রত্যেককে তেলিয়ামুড়া খাসিয়ামঙ্গলস্থিত বিএসএফের প্রধান কার্যালয়ের হাসপাতলে ভর্তি করা হয়। যাদের নেগেটিভ এসেছে তাদের প্রত্যেককে কোয়ারেনটাইন সেন্টারে রাখা হয়েছে। বহিররাজ্য থেকে ফিরে আসা জওয়ানদের মাধ্যমে যাতে করে করোনা ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্যেই তাদেরকে করোনা টেস্ট করানো হয়েছে।

দেশে

● প্রথম পাতার পর

হাজার ৪৩৯ জন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,৬৯,৫১,৭৩১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮২.০৩ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৬ কোটি ০৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ১৮৮ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ১৪,৮৪,৯৮৯ জনকে।

মমতাকে উপহার দিতে চান ইন্দ্রজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ মে।। ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ পেশায় চিত্রশিল্পী। বাড়ি বিশালগড়ের কদমতলী এলাকায়। সরাসরি ভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আদর্শে অনুপেরিত। পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় বারের মতো মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী হবেন ভেবে কালী রূপে তার একটি ছবি তৈরি করবেন বলে মনস্থির করেন। উদ্দেশ্য ছিল বিজয় সমাবেশের দিনে কোনো-না-কোনোভাবে এই ছবিটি প্রেরণ করবেন নবান্নে। দ্বিতীয় দফা ভোটের দিনে মমতার ছবি আঁকা শুরু করেন। বুধবার শেষ হয় তার ছবি আঁকার কাজ। ছবিটি মমতা ব্যানার্জির কাছে পৌঁছানোর জন্য উপহার হিসেবে বেছে নেন সংবাদমাধ্যমকে। সংবাদমাধ্যমের তার ভর করে ইন্দ্রজিৎ তার নিজ হাতে অঁকা ছবিটি পৌঁছে দেবেন বলে বিশ্বাস করেন। তাছাড়া তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় মমতা ব্যানার্জিকে সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানান তিনি।

ত্রিপুরায়

● প্রথম পাতার পর

বিজেপি কার্যকর্তাকে খুন হতে হয়েছে। বাড়িতে হামলা চালাতে গিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির বুথ সভাপতিকে না পেয়ে তাঁর বৃদ্ধা মাকে খুন করতেও রেয়াত করেনি দুষ্কৃতীরা। এই কয়েকদিনে যে বিজেপি কার্যকর্তা ও তাঁদের পরিবারের লোকেরা তৃণমূলের হামলায় শহীদ হয়েছেন তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি।

তাঁর কথায়, পশ্চিমবাংলায় জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। বাড়িঘর লুঠ, মহিলাদের সম্ভ্রম হানি থেকে শুরু করে দুধের শিশুর উপরেও হামলা হচ্ছে। অন্যদিকে প্রশাসন নির্বিকার। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না আবার প্রশাসনকেও নিষ্ক্রিয় করে রেখেছেন। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি বিজেপি কার্যকর্তা ও মানুষের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করছি। তাঁদের পাশে মানসিক ভাবে রয়েছি। অবিলম্বে এই জঙ্গলের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে বাংলার প্রশাসনকে।

আজ সারা ত্রিপুরায় বিজেপি কার্যকর্তারা মোমবাতি জ্বালিয়ে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। তাতে, উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডা: মানিক সাহা সহ সমস্ত নেতা ও কার্যকর্তা-রা সামিল হয়েছেন।

বিরোধীরা

● প্রথম পাতার পর

ভট্টাচার্য, বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিজেপি নেতা মনোজ টিগ্গা প্রমুখকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। অসুস্থতার কারণে যেতে পারেননি বুদ্ধদেব। একমাত্র প্রদীপ ছাড়া আর কোনও বিরোধী নেতাকে দেখা যায়নি রাজভবনে। দিলীপ বলেছেন, ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকে যে ভাবে রাজ্যে বিজেপি কর্মীদের উপর অত্যাচার চলছে তার প্রতিবাদ স্বরূপ অনুষ্ঠানে যাননি তিনি।

প্রায় একই সময়ে হেস্টিংসের কার্যালয়ে এই সঙ্কটসময়ে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার শপথ নিলেন বিজেপি বিধায়ক এবং নেতারা। দিলীপ ছিলেন সেখানেই। ছিলেন শুভেন্দু অধিকারীও। শপথ বাক্য পাঠ করান দিলীপ। সবাই ডান হাত আগে বাড়িয়ে বলেন, “রাজ্যের মানুষের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে এই রাজনৈতিক হিংসাকে নির্মূল করার জন্য সর্বতো ভাবে চেষ্টা করব।”

নাম নির্দল

● আটের পাতার পর

সাত প্রার্থীর মধ্যে ছিলেন নির্দল তিন প্রার্থী। তাঁরা পেয়েছেন যথাক্রমে ১২৬৬ (০.৬১ু), ৭৮৩ (০-৩৭ু) ও ৫২৬ (০-২৫ু) ভোট।

বীরভূমের সিউড়ির একমাত্র নির্দল প্রার্থী পেয়েছেন ৬৪৪ (০.০৫ু) ভোট। সবেচয়ে নজরকাড়া কেন্দ্র নন্দীগ্রামে ছিলেন দুই নির্দল প্রার্থী। তাঁরা পেয়েছেন ৩১৩ (০.১৪ু) ও ৭৭৬ (০.৩৪ু) ভোট। পাহাড়ে কালিম্পংয়ে ৮ প্রার্থীর মধ্যে নির্দল ছিলেন ৫ জন। তাঁদের মধ্যে জয়ী রুদেন সদা লেপচা ৫৮ হাজার ২০৬ (৩৭.৫৯ু) ও ডঃ আর বি ভুজেট ৩১ হাজার ৮৫৬ (২০.৫৭ু) ছাড়া বাকি তিন নির্দল প্রার্থীর ভোট যথেষ্ঠ কম। দার্জিলিংয়ে ১০ প্রার্থীর মধ্যে নির্দল ছিলেন ৭ জন। তাঁদের পাঁচ জনের প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ ০.৯৯, ১.২৪, ০.৭৯, ০.৮৩ ও ১.৬৯। বাকি দু'জন পেম্বা শেরিং (২২.৬৮ু) এবং কেশবরাজ শর্মার (২৮.২৬ু)।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বিনয় তামাং-অনিক থাপার নেতৃত্বাধীন মোর্চা-গোষ্ঠী সমর্থিত রুদেন সদা লেপচা (৩৭.৫৯ু), গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সমর্থিত কেশবরাজ শর্মা (২৮.২৬ু), বিমল গুরুং গোষ্ঠীর প্রার্থী পেম্বা শেরিং (২২.৬৮ু), ডঃ আর বি ভুজেট (২০.৫৭ু), তৃণমূল সমর্থিত দিব্যজ্যোতি সিংহদেও (১৭.৪৭ু) এ রকম মুষ্টিমেয় কিছু প্রার্থীর জন্য পশ্চিমবঙ্গে নির্দল প্রার্থীদের প্রাপ্ত গড় ভোটের হয়েছে ৩.৬৬ু। অন্যথায় ৬০৯ জন নির্দল প্রার্থীর অধিকাংশই পেয়েছেন ১ু-এরও কম ভোট।

আমরা বাঙালীর

● প্রথম পাতার পর

সতর্ক দৃষ্টি দিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে যে বার দফা দাবি সরকারের সামনে তুলে ধরা হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে, অতি দ্রুত প্রত্যেককে ভ্যাকসিন প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। টিকা করন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে ভ্যাকসিনের মজুদ সন্তোষজনক করতে হবে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক , নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের দাবি জানানো হয়। প্রতিটি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান করতে হবে। রাজ্যে যাতে অক্সিজেনের সংকট দেখা না দেয় সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারি হাসপাতালগুলোতে করোনা চিকিৎসার অজুহাতে অন্যান্য রোগীদের চিকিৎসা যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। রেশন সপ গুলিতে ভোজ্য তেল এবং মসুর ডাল প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের কথা মাথায় রেখে প্রতিমাসে প্রতিটি পরিবারকে আট হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য দাবি জানানো হয়। লকডাউন চলাকালে বিগত বছরের মতো যাতে কোনো কর্মী ছাঁটাই না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে ।সর্বোপরি করোনা পরিস্থিতিতে দ্রব্যমূল্যের কালোবাজারি বন্ধ করতে সরকার ও প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বেড়াতে

● প্রথম পাতার পর

হাতে তুলে দেয়। বর্তমানে ভারত লামাকে সাথে নিয়ে ভাই রাজু লামা অরুণাচল প্রদেশের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য বিলোনিয়া ত্যাগ করে। জানা যায় অরুণাচল প্রদেশের তিরশা জেলার খুনসা থানাধীন পুলং এলাকায় ভারত লামার বাড়ি। বাংলাদেশ দেখা ও ঘোরার জন্য সাধ জেগেছিল ভারত লামার। গত ২০১৮ সালের সাত ই মে বিনা পাসপোর্টে মিজোরাম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের ঢুকে পড়ার পর ঐ দিনই রাঙ্গামাটি এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যায় ভারত লামা। পাসপোর্ট দেখাতে না পারায় বিনা পাসপোর্টে বাংলাদেশ প্রবেশের অপরাধী ভারত লামার এক বছরের জেল হয়। রাঙ্গামাটি জেলা এক বছর সাজা কাটানোর পর আবার দুই বছরের জন্য ফেনী জেলা বন্দিদশায় থাকতে হয়। এরপর দুই দেশের শীর্ষ আধিকারিকদের প্রচেষ্টার ফলে ভারত লামা বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য বিলোনিয়া থেকে রওনা দিল অরুণাচল প্রদেশের।

দফতর

● প্রথম পাতার পর

কোন ধরনের অভিযোগ থাকলে তা জানাতে একটি ইমেইল আইডি বানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। করোনা আক্রান্তের পরিবার সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন এবং অভিযোগ সঠিক প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, জানিয়েছেন ডা: দীপ কুমার দেববর্মা। সাথে তিনি যোগ করেন, করোনা আক্রান্ত উপসর্গহীন কিংবা সামান্য উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে না গিয়ে বাড়িতে চিকিতা শ্রেয়। তাতে, হাসপাতালের উপর চাপ কম পরবে এবং আশঙ্কাজনক রোগী-দের চিকিতা দেওয়া সম্ভব হবে।

খেলাধুলা

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে খেলবে শ্রীলঙ্কা

ঢাকা, ৫ মে (হি.স.) : তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে খেলতে আগামী ১৬ মে বাংলাদেশে আসছে শ্রীলঙ্কা। জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে সিরিজের সবকটি ম্যাচ হবে দিবা রাত্রির। বুধবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে একথা জানানো হয়েছে।

আইসিসি একদিনের ক্রিকেট লিগের অংশ এই সিরিজের সব ম্যাচ হবে মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। ঢাকায় পৌঁছানোর পর থেকে তিন দিন কোয়ারেন্টিনে থাকবে শ্রীলঙ্কা দল। এরপর আগামী ২১ মে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কা। এরপর ২৩, ২৫ ও ২৮ মে হবে তিনটি একদিনের ম্যাচ।

একদিনের সুপার লিগে এটি হবে বাংলাদেশের তৃতীয় সিরিজ। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করার পর নিজেরা হোয়াইটওয়াশ হয়েছে নিউ জিল্যান্ডের কাছে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে চেলসির বিরুদ্ধে রিয়াল মাদ্রিদ

লন্ডন, ৫ মে (হি.স.) : বুধবার স্ট্যামবোর্ড ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালের ফিরতি লেগের লড়াইটা যে সহজ নয়, তা ভালোই জানে রিয়াল মাদ্রিদ। তবে প্রায় তিনমাস পর চোট-কোভিড সারিয়ে ফিরেছেন সার্জিও রামোস। ফারল্যান্ড মেন্ডি, ফেডেরিকো ভেলভের্দে কিংবা এডেন হ্যাজার্ডরা স্কোয়াডে ফেরায় কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন জিদান। একইসঙ্গে রামোস-হ্যাজার্ডদের নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন লস ব্ল্যাঙ্কোসদের ফরাসি কোচ।

বুধবার রাতে চেলসির বিরুদ্ধে প্রথম একাদশ বাছতে বসে হিমশিম জিজৌ। ফরাসি কোচ সবচেয়ে বেশি দোটানায় পড়েছেন রামোস এবং হ্যাজার্ডকে নিয়ে। এই দু'জনকে একাদশে রাখার চিন্তাভাবনা চললেও দু'জনের কেউই একশো শতাংশ ম্যাচ ফিট নন। কিন্তু রামোসকে একাদশে রাখার পিছনে কাজ করছে বেশ অনেকগুলো যুক্তি। এরকম হাইভোল্টেজ ম্যাচে একাধিকবার রিয়াল পরিত্রাণ খুঁজেছে রামোসে। নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড হাতে এরকম ম্যাচে চাপ সামলাতে স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের জুড়ি মেলা ভার। সবচেয়ে বড় কথা রাফায়েল ভারানেকে ফিরতি লেগে পাচ্ছেন না জিদান। স্বাভাবিকভাবেই রামোসকে বিকল্প ভাবতে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয় জিদানের পক্ষে।

তবে চোটপ্রবণ হ্যাজার্ডের বদলি হিসেবে ভিনিসিয়াসের কাঁধে চেপেই লিভারপুল বাধা টপকেছিল রিয়াল। তাছাড়া ছন্দহীন হ্যাজার্ডের তুলনায় রড্রিগো তুলনামূলক ভালো বিকল্প হতে পারে বলেও মনে করছে একাংশ। এখন দেখার শেষ কথা যিনি বলবেন, সেই জিদান কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

করোনায় আক্রান্ত মাইক হাসি

নয়াদিল্লি, ৫ মে (হি.স.) করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংসের ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি। দিল্লিতে টিম হোটেলে ১০ দিনের আইসোলেশনে থাকবেন তিনি।

আইপিএল অংশ নেওয়া প্রথম বিদেশি হিসেবে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন হাসি। মঙ্গলবার সাবেক এই অজি ব্যাটসম্যানের করোনা শনাক্ত হয়।

জৈব-সুরক্ষা বলয়ের মধ্যেও আইপিএলে অংশ নেওয়া খেলোয়াড়-কোচদের মধ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বাড়তে থাকায় মঙ্গলবার অনির্দিষ্টকালের জন্য আইপিএল স্থগিত করার ঘোষণা দেয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। ফলে 'বিপদে' পড়েছেন এই ফ্র্যাঞ্জাইজি লিগে অংশ নেওয়া অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার, কোচ, ধারাভাষ্যকার ও সাপোর্ট স্টাফরা।অস্ট্রেলিয়া সরকার তাদের নাগরিকদের ভারত থেকে দেশে ফেরার ব্যাপারে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। ভয়াবহ হয়ে ওঠা ভারতীয় ভ্যারিয়েন্টের করোনাভাইরাস আটকাতে দেশটির সরকার ঘোষণা দিয়েছে, ভারত থেকে সরাসরি অস্ট্রেলিয়ায় ফিরলে জরিমানার পাশাপাশি ৫ বছরের কারাভোগ করতে হবে ওই ব্যক্তিকে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটারকে অপহরণ ও মারধরের দায়ে ধৃত চার

সিডনি, ৫ মে (হি.স.) : অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার স্টুয়ার্ট ম্যাকগিলকে অপহরণ, হেনস্তা এবং মারধর করার দায়ে অস্ট্রেলীয় পুলিশ বুধবার ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। স্টুয়ার্ট ম্যাকগিল দলের সদস্য রিকি পন্টিং, শেন ওয়ার্ন, অ্যাডাম গিলক্রিস্টদের সঙ্গে ড্রেসিংরুমও শেয়ার করেছেন।

স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন সূত্রে খবর, এই ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৪ এপ্রিল। সিডনির বাড়ির কাছ থেকে অপহরণ করা হয় ম্যাকগিলকে। এরপর তাঁকে শহরের সম্পূর্ণ অন্য প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই প্রচণ্ড মারধর করা হয় তাঁকে। এমনকী বন্দুক দেখিয়ে ভয়ও দেখানো হয় প্রাক্তন অজি স্পিনারকে। যদিও শেষপর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার এই প্রাক্তন স্পিনারকে এক ঘণ্টার মধ্যেই ছেড়ে দেয় অপহরণকারীরা।

অস্ট্রেলিয়া পুলিশের বক্তব্য, ঘটনার দিন উত্তর সিডনির রাস্তায় একজন হঠাৎই ম্যাকগিলের পথ আটকায়। এরপর আরও দু'জন সেখানে এসে ৫০ বছর বয়সি প্রাক্তন ক্রিকেটারকে গাড়িতে তুলে নেয়। নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'ক্রেমোর্নে গত ১৪ এপ্রিল রাত ৮টার সময় ঘটনাটি ঘটে। অপহৃত ম্যাকগিলকে ব্রিনগেলি এলাকার একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয়। বন্দুক দেখিয়ে হুমকি দেওয়া হয়। এক ঘণ্টা পরে বেলমোর এলাকায় তাঁকে নামিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা'। পুলিশকে ২০ এপ্রিল ঘটনাটি জানানো হয়। তার ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। এরপরই এদিন চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়া ৪ জনের বয়স যথাক্রমে ২৭, ২৯, ৪২ ও ৪৬। এদের মধ্যে ৪৬ বছর বয়সী ব্যক্তি ম্যাকগিলের পরিচিত।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৪৪টি টেস্ট খেলেছেন ম্যাকগিল। ২০৮টি উইকেটও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। শেন ওয়ার্নের সঙ্গে জুটি বেঁধে বেশ কিছু ম্যাচে জিতিয়েছেন অস্ট্রেলিয়াকে।

ইংল্যান্ডের ৮ ক্রিকেটার দেশে ফিরলেন দেশে ফিরতে জটিলতা অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের

নয়াদিল্লি, ৫ মে (হি.স.) : মঙ্গলবার আইপিএল স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর বুধবারই নিজেদের দেশে ফিরে গিয়েছেন জনি বেয়ারস্টো, জস বাটলার, স্যাম বিলিংস, ক্রিস ওকস, মঈন আলি, জেসন রয়, স্যাম কারেন ও টম কারেন। বুধবার সকালেই ইংল্যান্ডে পৌঁছন তাঁরা। আমদাবাদ থেকে হিথরো পৌঁছন ইংরেজ ক্রিকেটাররা।

ইংল্যান্ডে তাঁদের সরকারের ঠিক করে দেওয়া হোটেলে ১০ দিন নিভৃতবাসে কাটাতে হবে। তবে অইন মর্গ্যান, ক্রিস জর্ডন ও দাউইদ মালানের মতো বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার এখনই দেশে ফিরছেন না। তাঁরা দুদিন পর ফিরবেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদেরকেও দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করবে বিসিসিআই। ভারতে বাড়তে থাকা কোভিড পরিস্থিতির কারণে উদ্বিগ্ন সমস্ত দেশের প্রশাসন ও ক্রিকেট বোর্ড।

তবে অস্ট্রেলিয়ার সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখনই দেশে ফিরতে পারছেন না ক্রিকেটাররা। তাই তাঁদের মালদ্বীপ অথবা শ্রীলঙ্কায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই।

উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে প্রথমবার ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার, ৫ মে (হি.স.) : টানা তিনটি মরশুম কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়ার পর এবারের মরশুমে প্রথমবার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে পৌঁছল ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। মঙ্গলবার সেমিফাইনাল জিতে প্রথমবার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে পৌঁছায় পেপ গুয়ার্দিওলার ছেলেরা।

পার্ক দি প্রিন্সেস স্টেডিয়ামে পিছিয়ে পড়েও ২-১ জয় সিটির ফাইনাল কার্যত নিশ্চিত করে ফেলেছিল। আর প্যারিসের ঘরের মাঠে ফ্রি-কিক থেকে দলকে কাঙ্খিত জয় এনে দেওয়া রিয়াদ মাহরেজ। আলজিরিয়ান তারকার জোড়া গোলেই এগ্রিগেটে প্যারিস সা জাঁ-কে ৪-১ গোলে ধরাশায়ী করে ফাইনালের টিকিট পেয়ে গেল ম্যান সিটি। ম্যাচের সাত মিনিটে বক্সের মধ্যে জিনচেঙ্কোর হ্যান্ডবলের কারণে পেনাল্টি আদায় করে নেয় গতবারের ফাইনালিস্টরা।

এমবাপেহীন পিএসজি'র আক্রমণভাগ এদিন হুল ফোটাতে পারেনি জন স্টোনস, রুবেন ডায়াসদের সামনে। নেইমাররা বক্সে বল ধরলেই সামনে পৌঁছে গিয়েছেন সিটির ব্যাক-ফোর। এরইমধ্যে মার্কুইহোসের একটি হেড ক্রসবারে প্রতিহত হয়। গোললাইন ছেড়ে এডেরসন বাইরে থাকা অবস্থায় দি মারিয়ার ২০ গজের একটি শট অন-টার্গেট থাকলে বিপদ ছিল সিটির। এরকম বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা বাদ দিলে সেমিফাইনালে আধিপত্য নিয়েই ফাইনালের টিকিট জোগাড় করে নিল সিটি। সিটির দ্বিতীয় গোলের পর আবার লাল কার্ড দেখে মাঠে ছাড়তে হয় দি মারিয়াকে।

সতীর্থদের বাড়িতে আনায় মেসির বিরুদ্ধে তদন্ত

লন্ডন, ৫ মে : সতীর্থদের বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে বিপাকে পড়েছেন লিওনেল মেসি। মহামারীর সময়ে বাড়িতে জনসমাগমের বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি কাতালান সরকার। সোমবার দুপুরে বাড়িতে বারবিকিউ পার্টির আয়োজন করেন মেসি। যেখানে সতীর্থরা প্রায় সবাই ছিলেন। লা লিগার শেষ গুরুত্বপূর্ণ চারটি ম্যাচের আগে নিজেদের মধ্যে বন্ধন 'আরও দৃঢ় করতে' মেসি বাড়িতে পার্টির আয়োজন করেছেন বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমগুলো।

মার্কা জানিয়েছে, পার্টির আয়োজন গোপনেই করতে চেয়েছিলেন মেসি। কিন্তু তার বাড়িতে সতীর্থদের আসার একটি ছবি ফাঁস হওয়ায় ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে তাকে। বিষয়টি শুধু লা লিগা কর্তৃপক্ষই নয়, নজরে এসেছে কাতালান সরকারেরও। মঙ্গলবার থেকেই এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে লা লিগা কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় সরকারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট পেরে আরাগোনেস বলেছেন, 'তদন্ত চলছে। প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কেবল প্রতিবন্ধকতাগুলো মেনে চলার জন্য নয়ই। জনসাধারণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আরও কঠোরতার সঙ্গে করতে চাই যেন এটা উদাহরণ হিসেবে কাজ করে।'

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের এ সময়ে নিয়ম অনুযায়ী কারো বাড়িতে সর্বোচ্চ ছয় জন বহিরাগত আসতে পারবে। যা বহাল থাকার কথা আগামী ৯ মে পর্যন্ত। মেসির বাড়িতে কয়জন ছিলেন, সেটিই তদন্ত করছে কর্তৃপক্ষ।

ছয় জনের বেশি উপস্থিত হলে বড় অঙ্কের জরিমানা এমনকি একাধিক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে পারেন বার্সা অধিনায়ক।

PNIT NO: ePT04/EE/RD/DIV/KCP/2021-22 Dt. 01.05.2021

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 18.05.2021 for 03 (Three) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2021-22. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any Subsequent corrigendum will be available at the website only.

Sd/- illegible
Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

ICA/C/384/2021-22

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/UDP/06/2021-22

SL NO	NAME OF THE WORK/DNIT No.	ESTIMATED COST (in ₹)	EARNEST MONEY (in ₹)	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER
1	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/15	₹ 3,86,083.00	₹ 3,861.00	60 days	Up to 16.00 Hrs on 18/05/2021	At 15.30 Hrs on 20/05/2021
2	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/16	₹ 3,86,083.00	₹ 3,861.00			
3	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/17	₹ 3,86,083.00	₹ 3,861.00			
4	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/18	₹ 3,86,083.00	₹ 3,861.00			

The tender documents are available for inspection in the office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Udaipur, Gomati Tripura from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

For and on behalf of the Governor of Tripura

Sd/-
(Er.BUDDHA JAMATIA)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.

ICA/C/381/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 21/EE/DWS/DMN/2021-22

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD, up to 3.00 P.M. on 24-05-2021 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 43/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 1,02,14,058.00	Rs. 1,02,141.00	120 days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 44/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 1,02,14,058.00	Rs. 1,02,141.00	120 days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 45/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 1,02,14,058.00	Rs. 1,02,141.00	120 days	Appropriate Class

- Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 24-05-2021 up to 15.00 Hrs
- Date and Time for Opening of BID : 24-05-2021 at 16.00 Hrs
- Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in
- Bid Fee : ₹2,500.00 each (non refundable).

All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

Note : "NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER"

Sd/- illegible
Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

ICA/C/394/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মোম জালান।

বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর-সহ ব্রিটেনে নিভৃতবাসে জি-৭ বৈঠকের প্রতিনিধি দল

নয়াদিল্লি, ৫ মে (হি.স.) : ব্রিটেনে গিয়ে গৃহবন্দি হলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এবং তাঁর প্রতিনিধি দল। জি-৭ এর সদস্য দেশগুলির বৈঠকে যোগ দিতে সোমবার লন্ডনে গিয়েছিলেন তাঁরা। দলের দুই প্রতিনিধির করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ায় গোটা দলটিকেই নিভৃতবাসে যেতে হয়েছে।

বুধবার লন্ডনে তাঁদের ছাড়াই বসে জি-৭ এর বৈঠক। তার আগে টুইট করে এ বিষয়ে জানান বিদেশমন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম জয়শঙ্কর। টুইটারে লেখেন তিনি নিজে করোনা নেগেটিভ হলেও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবেই থাকছেন না জি-৭-র বাকি বৈঠকগুলিতে। আপাতত ব্রিটেন সফরে তাঁর দায়িত্বগুলি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের সাহায্যেই সম্পন্ন করবেন বলেও জানান ভারতের বিদেশমন্ত্রী।

আগামীকাল বৃহস্পতিবারই ব্রিটেনের বিদেশসচিব ডমিনিক রাবের সঙ্গে বৈঠক করার কথা ছিল জয়শঙ্করের। দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ডে কেন্ট-এর গ্রাম সেভেনিংয়ে সেই বৈঠক বসার কথা ছিল। সেই বৈঠকও ভার্চুয়াল ক্ষেত্রেই হবে বলে জানানো হয়েছে।

জি-৭ এর বৈঠকে যোগ দিতে ৪ দিনের সফরে সোমবারই লন্ডনে পৌঁছন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর এবং তাঁর দল। মঙ্গলবার ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রসচিব প্রীতি প্যাটেলের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন তিনি। বৈঠকের যোগ দেওয়ার আগে নিয়মমাফিক করোনা পরীক্ষা করা হয়েছিল বিদেশমন্ত্রী-সহ ভারতীয় প্রতিনিধি দলের প্রত্যেকেরই। তাতেই ধরা পড়ে প্রতিনিধি দলের দুই সদস্যের করোনা সংক্রমণের কথা। রিপোর্ট আসার পর বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর-সহ ভারতীয় প্রতিনিধিদের গোটা দলটিই নিজেদের গৃহবন্দি করেন।

উল্লেখ্য, ভারত জি-৭ র সদস্য দেশ নয়। জি-৭ এর সাতটি সদস্য দেশ হল কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, আমেরিকা এবং ব্রিটেন। তবু লন্ডনে আয়োজিত জি-৭ এর বৈঠকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের। করোনা অতিমারির পর এটাই প্রথম বৈঠক জি-৭ এর সদস্য দেশগুলির।

ভারতকে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করছে আমেরিকা : বাইডেন

ওয়াশিংটন, ৫ মে (হি.স.): করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বেসামাল অবস্থা ভারতের। এই সময়ে ভারতকে ''উল্লেখযোগ্যভাবে'' সহায়তা করছে আমেরিকা, আমেরিকা থেকে ভারতে পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং মেশিনের পার্ট। এমনটাই জানিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। আমেরিকার সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে জো বাইডেন বলেছেন, 'আমরা ব্রাজিলকে সাহায্য করছি। আমরা ভারতকে ''উল্লেখযোগ্যভাবে'' সহায়তা করছে আমেরিকা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে। আমরা তাঁদের অক্সিজেন পাঠিয়েছি, আরও অনেক কিছু পাঠিয়েছি, সুতরাং আমরা ভারতের জন্য অনেক কিছু করছি।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আরও জানিয়েছে, 'আমরা ইতিমধ্যেই কানাডা এবং মেক্সিকোতে অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন পাঠিয়েছি, আরও কিছু দেশ রয়েছে যা নিয়ে আমরা এখন কথা বলছি, আর কোন কোন দেশ ভ্যাকসিন পাবে তা ঘোষণা করার জন্য আমি এখন প্রস্তুত নই, তবে আগামী ৪ জুলাইয়ের মধ্যে ব্রাজিল এবং ভারত-সহ অন্যান্য দেশে আমাদের কাছে যতটা ভ্যাকসিন আছে তার ১০ শতাংশ পাঠানো হবে।' আমেরিকার নাগরিকদের আশ্বস্ত করে বাইডেন বলেছেন, '৪ জুলাইয়ের মধ্যে আমাদের লক্ষ্য হল, ৭০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকানদের অন্তত পক্ষে টিকার একটি ডোজ দেওয়া এবং ১৬০ মিলিয়ন আমেরিকানদের সম্পূর্ণ টিকা দেওয়া। এটি অনেক বড় লক্ষ্য এবং স্বাভাবিকতা ফিরে আসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

অক্সিজেন প্লান্টে বিস্ফোরণে মৃত ২, আহত ৬, তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথের

লখনউ, ৫ মে (হি.স.) : লখনউয়ের এক অক্সিজেন প্লান্টে বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত ২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ৬ জন। স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অক্সিজেন সিলিন্ডার ভরার কাজ চলছিল। সেই সময় দুপুরে বিস্ফোরণ হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ এবং সরকারি আধিকারিকরা। ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

একে গোটা দেশে অক্সিজেনের হাহাকার। তার উপর অক্সিজেন প্লান্টে এমন দুর্ঘটনা অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থাকে কিছুটা হলেও ধাক্কা দেবে। লখনউয়ের চিনহাট এলাকায় একটি অক্সিজেন প্লান্ট রয়েছে। সেখানে অক্সিজেন সিলিন্ডার ভরার কাজ চলছিল। সেই সময়ই অসাবধানতা বসত দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কর্মরত অন্তত ২ শ্রমিকের মৃত্যু হয়। আহত হন আরও ৬ জন। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। খবর পেয়েই স্থানীয় থানার পুলিশ পৌঁছয় ঘটনাস্থলে। আপাতত ওই প্লান্ট বন্ধ রাখা হয়েছে। কী করে এমন দুর্ঘটনা হল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অক্সিজেন প্লান্টটিতে কর্মীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সব নিয়ম মেনে চলা হয়েছিল কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে উচ্চ আধিকারিকদের ঘটনাস্থালে যেতে বলেছেন। খতিয়ে দেখতে বলেছেন দুর্ঘটনার কারণ। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন যোগী।

হিংসায় অশান্ত পশ্চিমবঙ্গ! মহারাষ্ট্র রাজস্থানে প্রতিবাদ জানাল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৫ মে (হি.স.): হয়তো ভোটের ফলাফল ঘোষণার শুধু অপেক্ষা ছিল, ফলাফল ঘোষণার পর পশ্চিমবঙ্গে যখন তৃণমূল সরকারের প্রত্যাবর্তন একেবারে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল হিংসা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজেপির নেতা, কর্মীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। খুনও হয়েছেন অনেক বিজেপি কর্মী। ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হওয়া হিংসার প্রতিবাদে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, রাজস্থানে প্রতিবাদ প্রদর্শন করল বিজেপি।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে বুধবার মহারাষ্ট্রের নাগপুরে প্রতিবাদ প্রদর্শন করেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবীশ। ফড়নবীশ টুইট করে লেখেন, এই অত্যাচার বন্ধ করার জন্য এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। দোষীদের শাস্তির দাবি জানান দেবেন্দ্র ফড়নবীশ-সহ অন্যান্য বিজেপি নেতারা। রাজস্থান ও তামিলনাড়ুতে প্রতিবাদ প্রদর্শন করেন বিজেপি নেতারা। রাজস্থানে বিজেপি নেতা তথা রাজস্থান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা রাজেন্দ্র রাঠোর দোষীদের শাস্তির দাবি জানান।

করোনা মোকাবিলায় এবার ৫০ হাজার কোটি টাকার লিক্যুইডিটি ঘোষণা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

নয়াদিল্লি, ৫ মে (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ে প্রায় বিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতিকে কিছুটা 'অক্সিজেন' দেওয়ার উদ্যোগ নিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া(আরবিআই)। বুধবার ঘোষণা করল ৫০ হাজার কোটি টাকার 'লিক্যুইডিটি'। এই পরিমাণ অর্থ আরবিআইয়ের অধীনস্থ রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে দেওয়া হবে। এই অর্থে ব্যাঙ্কগুলি টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থা, টিকার কাঁচামাল আমদানিকারী, টিকা সরবরাহকারী, হাসপাতাল, ডিসপেন্সারি, টিকা পরিবহণ সংস্থাগুলি ও কোভিড রোগীদের জরুরি প্রয়োজনে ঋণ দিতে পারে। ২০২২ সাল পর্যন্ত দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামোকে চাঙ্গা করে তুলতেই আরবিআই-র এই পদক্ষেপ বলে জানানো হয়েছে। বুধবার এই ঘোষণা করে আরবিআই-এর চেয়ারম্যান শক্তিকান্ত দাস বলেছেন, ''এর ফলে, ব্যাঙ্কগুলি টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থা, টিকার কাঁচামাল আমদানিকারী, টিকা সরবরাহকারী, হাসপাতাল, ডিসপেন্সারি, টিকা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সংস্থাগুলি ও কোভিড রোগীদের জরুরি প্রয়োজনে ফের ঋণ দিতে সক্ষম হবে।'' আরবিআইয়ের চেয়ারম্যান এও জানান, প্রথম ঢেউ সামলে উঠে দেশের অর্থনীতি যখন ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল ঠিক তখনই দ্বিতীয় ঢেউ নতুন সঙ্কটের জন্ম দিল। তবে এ বছর বৃষ্টিপাতের যে পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন, তাতে খাদ্যমূল্যের মুদ্রাস্ফীতি হবে না বলেই ধারণা আরবিআই-র চেয়ারম্যানের।

সেই সঙ্গে তিনি আরও জানান, যাঁরা কেওয়াইসি আবেদনপত্র এ বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে জমা দিতে পারবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে জরিমানা বা কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

টুইটার থেকে বিতাড়িত, দেশীয় 'কু' অ্যাপে স্বাগত কঙ্গনা

নয়াদিল্লি, ৫ মে (হি.স.) : এবার দেশীয় অ্যাপে স্বাগত জানানো হল অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতকে। টুইটারের বিকল্প 'কু' অ্যাপ থেকে বুধবার তাঁকে 'ঘরে ফেরার' আহ্বান জানানো হল। শুধু তাই নয়, 'কু' কর্তৃপক্ষ জানান, তিনি নিজের ইচ্ছে মতো মতামত প্রকাশ করতে পারবেন।

দেশীয় এই অ্যাপের প্রতিষ্ঠাতা অপ্রমেয় রাধাকৃষ্ণ বুধবার কঙ্গনার একটি পোস্ট তুলে আনেন সামনে। যা 'কু' অ্যাপে কঙ্গনার প্রথম পোস্ট। তিনি লেখেন, 'এটা কঙ্গনার প্রথম 'কু'। তিনি ঠিক বলেছিলেন। এটি তাঁর নিজের বাড়ির মতো। অন্য সব যেন 'ভাড়া বাড়ি'।

এদিন প্রথম পোস্টে অভিনেত্রী লিখেছিলেন, 'নমস্কার জানাই সকলকে। 'ধক্কড়' ছবির কলাকুশলীরা এখন মধ্যাহ্নভোজনের বিরতি পেয়েছে। এটা আমার কাছে নতুন মঞ্চ। তাই বুঝতে সময় লাগবে। কিন্তু 'ভাড়া বাড়ি' চিরকাল ভাড়াই আরেক সহ প্রতিষ্ঠাতা ময়াঙ্ক বিড়াওয়াটকাও কঙ্গনাকে স্বাগত জানিয়ে লিখেছেন, 'কঙ্গনাজি, এটা আপনার নিজের বাড়ি। এখানে সসম্মানের আপনি নিজের মতামত প্রকাশ করুন'।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার স্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে কঙ্গনার টুইটার হ্যান্ডেল। দিনের পর দিন টুইটারের নিয়মবিধি লঙ্ঘন করার জন্য এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন টুইটারের মুখপাত্র। তাঁদের আশঙ্কা, অভিনেত্রীর বক্তব্যের ফলে হিংসার উদ্রেক হতে পারে।

ব্রাজিলে ফের তিন হাজারের ঊর্ধে মৃত্যু

রিও ডি জেনেইরো, ৫ মে (হি.স.): বিগত কিছু দিন ধরে করোনার আগ্রাসন কমছিল ব্রাজিলে। কিন্তু, বিগত ২৪ ঘন্টায় অনেকটাই বাড়ল নতুন সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যু ৩ হাজার ০২৫ জনের, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৯,৩৭৮ জন। ফলে এযাবৎ ব্রাজিলে ৪ লক্ষ ১১ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারা দিনে) ব্রাজিলে নতুন করে ৩ হাজার ০২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ১১ হাজার ৮৫৪-তে পৌঁছেছে। করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যাও কমেছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৬৯, ৩৭৮ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

ধলাই নদীর উপর বাঁশের সাঁকো তৈরি করে মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন দুই ভাইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। ধলাই নদীর উপর বাঁশের সাঁকো তৈরি করে মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন কমলপুরের সাহিত্যিক, বিজ্ঞান শিক্ষক সঞ্জয় কুমার দাস ও উনার ছোট ভাই শিক্ষক প্রবীর কুমার দাস।

গত চার মাস আগে কমলপুরের দক্ষিণ মানিক ভান্ডার- ফটিকরায় রাস্তায় ধলাই নদীর উপর একটি মাল বোঝাই লরি স্টিল ব্রীজ ভেঙ্গে নদীতে পড়ে যায়। স্টিল ব্রীজের মাঝখানে আসতেই স্টিল ব্রীজটি ভেঙে লরি সহ নীচে পড়ে গিয়েছিল। এরপর থেকে নদীর এপার ওপার বিভিন্ন গ্রামের প্রায় কয়েক হাজার মানুষ নিত্যদিন চলাচলে অসুবিধার সম্মুখীন হন। ধলাই নদীর দু"পাড়ের বিভিন্ন পঞ্চায়েতের গ্রামবাসীরা স্থানীয় পূর্ত দপ্তর ও মহকুমা প্রশাসনের কাছে স্টিল ব্রীজটি মেরামত করে দেওয়ার জন্য একাধিকবার আবেদন করেছিলেন। এরপর স্থানীয় পূর্ত দপ্তর ও প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। ব্রীজটি মেরামত করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে স্টিল ব্রীজটি মেরামত হয়নি। যার ফলে ধলাই নদীর দু"পাড়ের চলুবাড়ি, বামনছড়া, দুর্গা চৌমুহনী, সন্তোষীয়া, শ্বেতরাই, সানাইয়া রিয়াং পাড়া, ধনচন্দ্র পাড়া, মহাবীর, কুচাইনালা ইত্যাদি গ্রাম গুলির কৃষক, ব্যবসায়ী, হাট বাজার, স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রী সহ অফিস-আদালতে কাজে যাওয়া হাজার হাজার মানুষ নিত্যদিন নদীর উপর হাঁটু কোমর জল অতিক্রম করে প্রানের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হতো। নদীর দু"পাড়ের জনসাধারণের কথা চিন্তা ভাবনা করে মঙ্গলবার যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সাহিত্যিক তথা শিক্ষক সঞ্জয় কুমার দাস ও উনার ছোট ভাই শিক্ষক প্রবীর কুমার দাস মানবিকতার পরিচয় দিয়ে নদীর উপর বাঁশের সাঁকো তৈরি করে দেন।

আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৮৫৩ জন

ওয়াশিংটন, ৫ মে (হি.স.): আমেরিকায় আরও ৮৫৩ জনের প্রাণ কেড়ে নিল মারণ করোনাভাইরাস। মার্কিন মুলুকে ফের বাড়ল করোনার সংক্রমণ, বাড়ল মৃত্যুর সংখ্যাও। আমেরিকায় মঙ্গলবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২,৩৫৪ জন। ফলে আমেরিকায় ৩৩,২৭৪,৬৫৯-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৮৫৩ জনের, মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৮৫৩ বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৪০৯ জনের।

মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২ হাজার ৩৫৪ জন।

দল নেই যার তার নাম নির্দল

।। অশোক সেনগুপ্ত।। কলকাতা, ৫ এপ্রিল (হি. স.): ২০১৯-তে মহারাষ্ট্র বিধানসভার ফল বার হতে চরম দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সির দাবি নিয়ে প্রধান দুই দলের কেউ পেছোতে রাজি নন। ২৫ অক্টোবর শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন। পালটা দেবেন্দ্র ফডনবিশ দাবি করেন ১৫-র ওপর নির্দল বিধায়ক আছেন তাদের শিবিরে। সেই টানাপড়েনের খবর উঠে এসেছিল দেশের প্রায় সব রাজ্যের সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায়।

প্রায় একই সময়ে হরিয়ানাতেও বিধানসভা ভোটের পর শুরু হল টানটান উত্তেজনা। মোট ৯০টি আসনের মধ্যে প্রথম তিনটি দল বিজেপি, কংগ্রেস এবং জেজেপি পায় যথাক্রমে ৪০, ৩১ ও ১০। ম্যাজিক সংখ্যা ছিল ৪৬। হরিয়ানা লোকহিত পার্টি এবং নির্দল সাত বিজয়ীর সমর্থন নিয়ে কুর্সিতে বসেন মনোহরলাল খট্টর।

এভাবেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে নির্দলরা সরকার গঠনে হয়েছে তুরূপের তাস। পশ্চিমবঙ্গে নির্দলরা সেভাবে নির্নায়ক হয়ে উঠতে পারেন না। 'পশ্চিমবঙ্গ ইলেকশান ওয়াচ'-এর কর্ণধার, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ডঃ উজ্জয়িনী হালিম এই প্রতিবেদককে জানান, "সামগ্রিক ভাবে যা বলার তা হল, আমাদের সংসদীয় রাজনীতিতে নির্দল প্রার্থীরা কম গুরুত্বপূর্ণ নন এবং এই রাজনীতির যা দোষগুণ তার উধর্ওে নন। তবে নির্দল প্রার্থীদের বড় সংখ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মধ্য দিয়ে, মানুষের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা যেমন প্রতিফলিত হয় তেমনি প্রতিষ্ঠিত দলগুলোর প্রতি অনাস্থাও হয়তো ধরা পরে। অবশ্য নির্দল প্রার্থী হওয়ার এগুলোই একমাত্র কারণ নয়। প্রতি নির্বাচনে আমরা নির্দল প্রার্থীদের দেখি, কখনো বা কারুর সমর্থিত আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একক ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রত। স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুসারে প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকই, কোনরকম ভেদাভেদ ছাড়াই ভোট দিতে ও নির্বাচনে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং নির্দল প্রার্থীরা সেই সাংবিধানিক অধিকারই চর্চা করেন। অতীতে জয়ী নির্দল প্রার্থীদের দেখা গেছে রাজনৈতিক সঙ্কটে, যখন সংখ্যার প্রশ্ন আসে, তখন নির্ণায়ক বা সরকার গঠনে সহায়ক ভূমিকা নিতে।"

২০০৯-র বিধানসভা ভোটে নির্দল প্রার্থীরা সম্মিলিতভাবে মোট প্রদত্ত ভোটের ২.৯ শতাংশ পেয়েছিলেন। আসন পেয়েছিলেন দুটি। ২০১৬-র বিধানসভা ভোটে ৩৭১ জন নির্দল প্রার্থী সম্মিলিতভাবে মোট প্রদত্ত ভোটের ২.২ শতাংশ পেয়েছিলেন। এবার নির্দল প্রার্থীর সংখ্যা এবং প্রাপ্ত ভোট দুইই বেশি। ২০২১-এ ৬০৯ জন নির্দল প্রার্থী। এঁদের ১ জন জয়ী হয়েছেন। ভোট পেয়েছেন ৩.৬৬।

একঝলকে দেখা যাক এবারের বিধানসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গে কোন কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থীরা কী ধরণের ভোট পেলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা নির্বাচনী অঞ্চলের অধীন যাদবপুরে ১২ প্রার্থীর মধ্যে নির্দল ছিলেন ৬ জন। তাঁদের প্রাপ্ত ভোট ১০০ (০.০৫), ৯১ (০.০৪), ১১০ (০.০৫), ২২৯ (০.১১), ২৫৫ (০.১২), ৪০০ (০.১৯)। কসবায় ৯ প্রার্থীর মধ্যে নির্দল ছিলেন ৫ জন। তাঁদের প্রাপ্ত ভোট ১৯৪, ২৬৪, ৩০৭, ৪২৯, ৫০২। এই জেলার গ্রামীণ কেন্দ্র ডায়মন্ডহারবারে১২ প্রার্থীর মধ্যে নির্দল ছিলেন ৫ জন। তাঁদের প্রাপ্ত ভোট ১৬৫ (০.০৭), ২৩৪ (০.১০), ৭৫৪ (০.৩৩), ১৫৮৫ (০.৭০), ৮০ (০.৩৫)।

কলকাতায় এন্টালিতে ১১ প্রার্থীর মধ্যে নির্দল ছিলেন ৭ জন। তাঁদের প্রাপ্ত ভোট ১৩৭, ১৫৬, ২০৭, ৩৫০, ৬৭১, ৭৭০ ও ১ হাজার ৯৩৪। কাশীপুর বেলগাছিয়ায় ৯ প্রার্থীর মধ্যে নির্দল ছিলেন ৫ জন। তাঁরা ভোট পেয়েছেন ২৩০, ১৩১, ২২০, ১৯০ ও ১৮৭। কলকাতা বন্দর কেন্দ্রে ১০ প্রার্থীর মধ্যে নির্দল ছিলেন ৪ জন। উত্তর ২৪ পরগণা নির্বাচনী অঞ্চলের অধীন দমদমে ৮ প্রার্থীর মধ্যে নির্দল ছিলেন ৩ জন।

হাওড়া দক্ষিণ কেন্দ্রে ১২ প্রার্থীর মধ্যে নির্দল ছিলেন ৭ জন। তাঁদের প্রাপ্ত ভোট ১৩৬, ১৫৭, ১৭১, ৩১৩, ৩২২, ৪৫৮ ও ১ হাজার ৬৩। বালি-তে ১১ প্রার্থীর মধ্যে নির্দল ছিলেন ৭ জন। তাঁদের প্রাপ্ত ভোট ৮২, ৯৩, ৯৮, ১৭২, ২৯২, ৪০৪, ৫৮৭। হাওড়া জেলার আমতায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।